বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

প্রকাশকাল

১০ অক্টোবর, ২০২৩

প্রকাশনা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

প্রধান উপদেষ্টা

জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

তত্ত্বাবধান

জনাব এস, এ, এম, রফিকুন্নবী
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

সম্পাদনা

জনাব মোঃ মনির হোসেন (উপ-সচিব), পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
জনাব নিলুফা ইয়াসমিন, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
জনাব মোঃ দিদারুল কাদির, নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

সহযোগিতা

জনাব মোহাঃ মাসুম বিল্লাহ, সিস্টেমস ম্যানেজার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

ডিজাইন ও মুদ্রণ

ছাপাঘর, ৩০০ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল: ০১৭০৭ ০৭৯৮৩৬, ই-মেইল: info@chhapaghar.com

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

এক নজরে

অধিদপ্তরের নাম

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

প্রশাসনিক বিভাগ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রতিষ্ঠাকাল

৩১ জুলাই, ২০১৩

প্রধান কার্যালয়

আইসিটি টাওয়ার (১১ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

ভিশন

জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।

মিশন

তথ্য প্রযুক্তি খাতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অবকাঠামো উনয়ন, দক্ষ মানব সম্পদ গঠন, শোভন কাজ সৃজন এবং ই-সার্ভিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, প্রযুক্তিগত অবকাঠামো উন্নয়নসহ নির্ভরযোগ্য কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠা, দক্ষ মানব সম্পদ গঠন, শোভন কাজ সৃজন এবং ই-সার্ভিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কাজ করে আসছে। বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সফলতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে। মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সকল দপ্তরে প্রতিনিয়ত আইসিটির উপযুক্ত অবকাঠামো সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাপোর্ট প্রদান করে যথাযথ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিভিন্ন দেশি ও আন্তর্জাতিক ইভেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে সাধারন জনগণকে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করার পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তিতে বিভিন্ন সম্ভাবনাময় উদ্যোগ ও উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে তরুণ-তরুণীদের নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর তার কর্মতৎপরতার মাধ্যমে স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতেও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে তাদের অবদান এবং সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখবে।

স্বাধীনতার মহানায়ক

"আমরা তাকাব এমন এক পৃথিবীর দিকে, যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে মানুষের সৃষ্টিক্ষমতা ও বিরাট সাফল্য আমাদের জন্য এক শঙ্কামুক্ত উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম"

– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ হাসিনা এমপি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"আগামী ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলব।
সেই বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

সজীব ওয়াজেদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা

“আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য একটা ক্যাশলেস সোসাইটি। বাংলাদেশের মানুষ যদি আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখে, আগামী ৩-৪ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের শতভাগ মানুষের ব্যাংক একাউন্ট থাকবে, তারা সম্পূর্ণ ক্যাশলেস পদ্ধতিতে লেনদেন করার সুযোগ পাবে”

জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

“ডিজিটাল বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি উন্নয়ন দর্শন: ডিজিটাল বাংলাদেশের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম সেরা রাষ্ট্রে পরিণত হবে বাংলাদেশ”

মোঃ সামসুল আরেফিন

সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

“মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ‘ভিশন ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এর লক্ষ সফলভাবে অর্জিত হওয়ার ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জগুলোকে সুযোগে পরিণত করার মাধ্যমে প্রযুক্তি-চালিত, টেকসই এবং উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য”

বাণী

মোঃ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, তা এখন দৃশ্যমান। ২০৪১ সালকে সামনে রেখে এখন নতুন চ্যালেঞ্জ 'স্মার্ট বাংলাদেশ'। এই স্মার্ট বাংলাদেশ সহজ করবে মানুষের জীবনযাত্রা, হাতের মুঠোয় থাকবে সবকিছু।

স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখাকে চার ভাগে ভাগ করে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনোমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি এই শব্দগুলোর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই স্মার্ট বাংলাদেশ থিওরিকে বাস্তবে রূপায়ণ করা সম্ভব।

'স্মার্ট বাংলাদেশে'র মূল সারমর্ম হবে-দেশের প্রতিটি নাগরিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে এবং ইকোনমির সমস্ত কার্যক্রম এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্পন্ন করতে পারবে। দেড় যুগ আগে বর্তমান সরকার স্মার্ট বাংলাদেশের মতোই ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল, যার শতভাগ সফলতা এখন দৃশ্যমান। বিগত করোনা মহামারির বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি বাংলাদেশ অনেক উন্নত দেশের চেয়েও সুন্দরভাবে সামাল দিতে পেরেছে তার অনেক কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের সফল বাস্তবায়ন।

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সহায়ক ভূমিকা রাখবে ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন বা Eshtablishing Digital Connectivity (ইডিসি) প্রকল্প। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জেলা-উপজেলা থেকে শুরু করে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে তোলা হবে আইসিটি অবকাঠামো এবং বাড়ানো হবে আইসিটির ব্যবহার। সারাদেশে জেলা ও উপজেলা কমপ্লেক্সে ৫৫৫টি জয় ডি-সেট সেন্টার স্থাপন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৫৭টি বিশেষায়িত ল্যাব এবং মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ হাজারটি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীসহ তরুণ প্রজন্মকে আনা হবে দ্রুত গতির ইন্টারনেট সেবার আওতায়। প্রাথমিকভাবে ১০টি গ্রামে স্মার্ট ভিলেজ সেন্টার স্থাপন করে পর্যায়ক্রমে গ্রামগুলোকে স্মার্ট ভিলেজে রূপান্তর করা হবে। প্রযুক্তি অবকাঠামো বৃদ্ধি, তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ ও আইসিটির যথাযথ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গ্রামের অর্থনীতির পরিধি বাড়বে, তৈরী হবে কর্মসংস্থান। টেকসই আইসিটি সেবা নিশ্চিত করতে রাজধানীর পূর্বাচলে নির্মাণ করা হবে ডিওআইসিটি #৪১ টাওয়ার।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল গ্রহণের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে হলে প্রয়োজন স্মার্ট সিটিজেন। স্মার্ট সিটিজেন বিনির্মাণে লক্ষ্যে সারাদেশে আইসিটি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন, আইসিটির নিত্য-নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশের ৯০০১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এবং প্রতিটি সংসদীয় আসন হতে ১টি করে মোট ৩০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার স্থাপন করা হয়েছে। শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের মাধ্যমে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের আইসিটিতে সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে সাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। প্রান্তিক পর্যায়ে ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাম এবং শহরের মধ্যকার ডিজিটাল ডিভাইড দূর করা সম্ভব হচ্ছে।

বর্তমান সরকার নারীদের প্রযুক্তির অভিগম্যতা ও সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম নিরাপদ ব্যবহার করে নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের টেকসই ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকল্পে জিওবি অর্থায়নে 'হার পাওয়ার প্রকল্পঃ প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন' নামে একটি সময়োপযোগী প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশব্যাপী নারী ফ্রিল্যান্সিংকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রায় ২৫১২৫ জন প্রান্তিক নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ফলশ্রুতিতে, দেশের সুবিধাবঞ্চিত অনগ্রসর নারীদের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ডিজিটাল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিতে তথ্য ও প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত এই প্রকল্পটি হবে একটি অনবদ্য মাইলফলক।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সমুদয় কর্মকাণ্ড ও সাম্প্রতিক অর্জনসমূহের উপর ভিত্তি করে প্রণনয়ন করা হয়েছে 'বার্ষিক প্রতিবেদনঃ ২০২২-২০২৩', যা খুবই তথ্যবহুল। এ প্রতিবেদনের প্রস্তুতকর্মে যারা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে জানাই ধন্যবাদ।

তথ্যবহুল এ 'বার্ষিক প্রতিবেদনঃ ২০২২-২০২৩' তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর-এর বাৎসরিক কর্মকাণ্ডের একটি প্রতিচ্ছবি যা অধিদপ্তরের আগামী কার্যক্রমকে আরো সমৃদ্ধ ও বেগবান করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে।

মোঃ মোস্তফা কামাল (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

সূচীপত্র

ক্র:নং	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা নং
১	**পটভূমি, ভিশন ও মিশন**	১
	১.১ পটভূমি	১
	১.২ রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)	১
২	**আইসিটি অধিদপ্তরের কার্যাবলী**	১
৩	**সাংগঠনিক কাঠামো**	২
৪	**জনবল কাঠামো (অনুমোদিত, কর্মরত ও শূন্যপদ)**	৪
৫	**বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য**	৫
৬	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩:**	৮
৭	**জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০২২-২৩**	৯
৮	**ইনোভেশন কার্যক্রম**	১০
৯	**২০২২-২৩ অর্থবছরে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার বিবরণ**	১৬
	৯.১ ই-নথির নতুন ভার্সন ডি-নথি বাস্তবায়ন	১৬
	৯.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ	১৮
১০	**২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক উদযাপিত ইভেন্টসমূহ**	১৯
	১০.১ ৬ষ্ঠ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২	১৯
	১০.২ শেখ রাসেল দিবস ২০২২	৩৬
	১০.৩ ৫ম বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড ২০২২	৫৫
১১	**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রকল্প (চলমান ও প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ)**	৬৪
১২	**চলমান প্রকল্পসমূহ**	৬৭
	১২.১ "হার পাওয়ার প্রকল্প (Her Power Project) : প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন)	৬৭
	১২.২ শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৭১
	১২.৩ ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন (Establishing Digital Connectivity)	৭৪
১৩	**দেশিয় ও আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্বাক্ষর (এমওইউ)**	৭৭
১৪	**সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ**	৭৯
	১৪.১ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সুরক্ষা)	৭৯
	১৪.২ ফ্রী-ল্যান্সিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৮৫

১ পটভূমি, ভিশন ও মিশন

১.১ পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আইসিটি খাতকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বব্যাপী প্রয়োগ ও ব্যবহারে কারিগরি সহায়তা নিশ্চিতকরণ; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধাসমূহ প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছানো, অবকাঠামো নিরাপত্তা বিধান; রক্ষণাবেক্ষণ; বাস্তবায়ন; সমন্বয়-সাধন ও টেকসই উন্নয়ন; সম্প্রসারণ মান নিয়ন্ত্রণ ও কম্পিউটার পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সার্ভিস প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩১ জুলাই ২০১৩ তারিখে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর' গঠিত হয়।

১.২ রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

রূপকল্প (Vision)

জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।

অভিলক্ষ্য (Mission)

তথ্য প্রযুক্তি খাতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ মানব সম্পদ গঠন, শোভন কাজ সৃজন এবং ই-সার্ভিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

২ আইসিটি অধিদপ্তরের কার্যাবলী

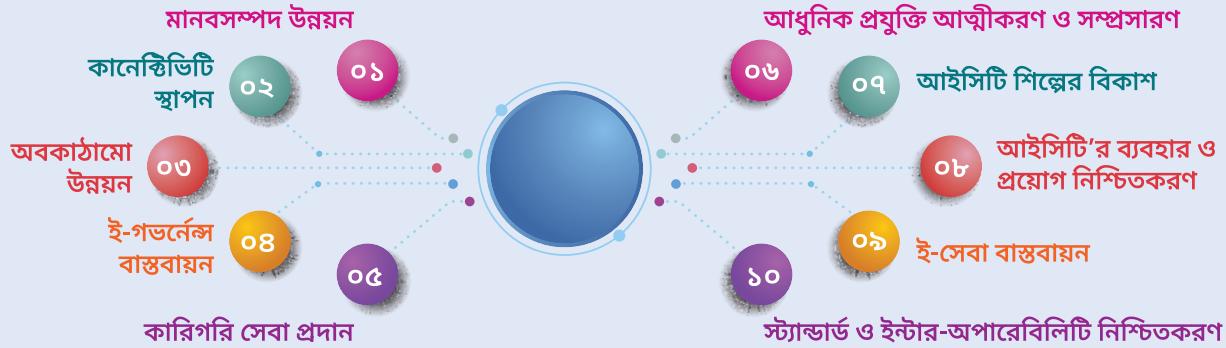

৩ সাংগঠনিক কাঠামো

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

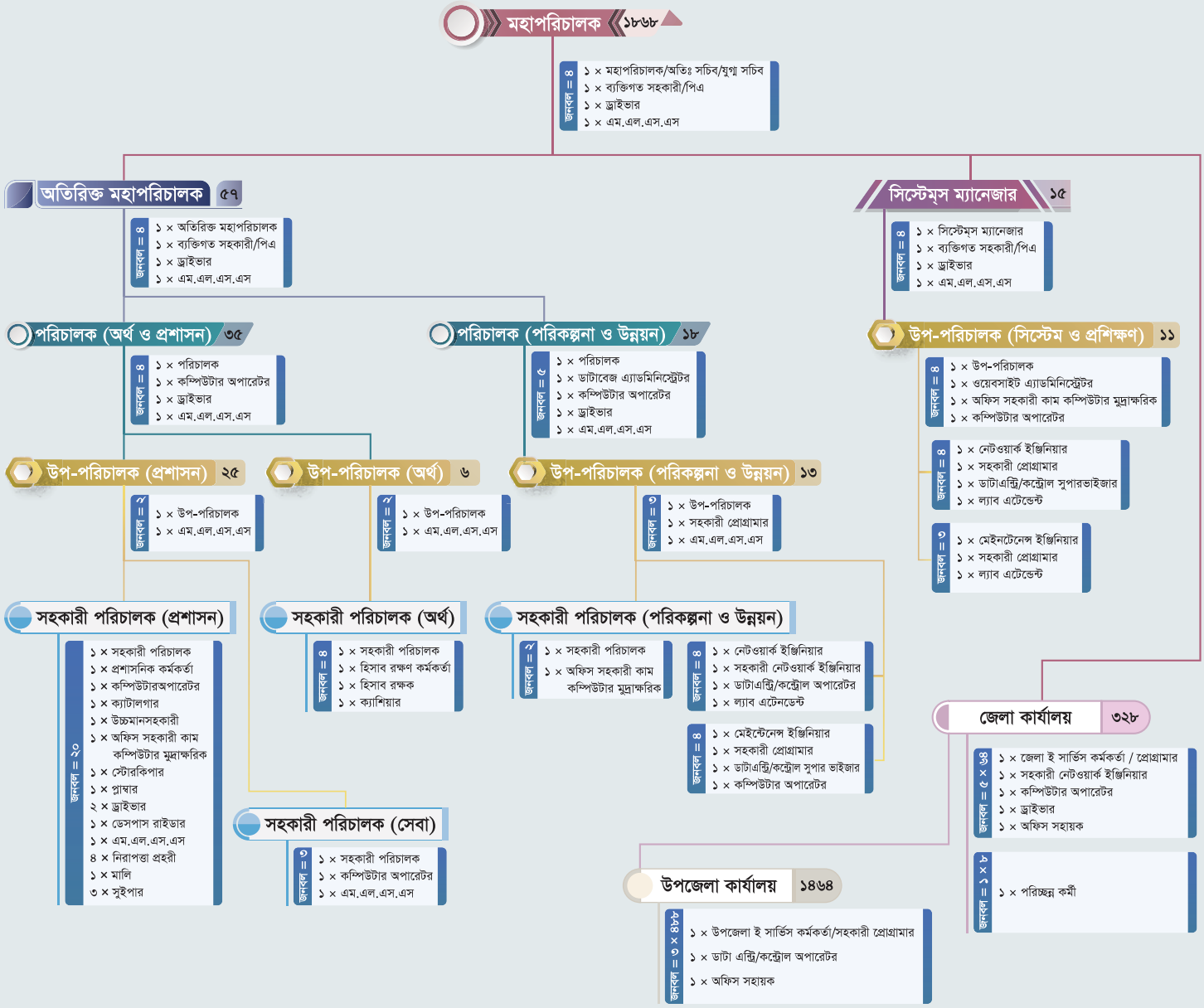

৪ জনবল কাঠামো (অনুমোদিত, কর্মরত ও শূন্যপদ)

ক্রম	গ্রেড	পদের নাম	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	০২	মহাপরিচালক	০১	০১	০
২.	০৩	অতিরিক্ত মহাপরিচালক	০১	০১	০
৩.	০৩	সিস্টেমস ম্যানেজার	০১	০১	০
৪.	০৫	পরিচালক	০২	০১	০১
৫.	০৬	উপ-পরিচালক	০৪	০৩	০১
৬.	০৬	প্রোগ্রামার	৬৪	৪২	২২
৭.	০৬	নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার	০২	০২	০
৮.	০৬	মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০২	০২	০
৯.	০৬	ওয়েবসাইট এ্যাডমিনিটের	০১	০১	০
১০.	০৬	ডাটাবেজ এ্যাডমিনিস্ট্রেটর	০১	০১	০
১১.	০৯	সহকারী পরিচালক	০৪	০৪	০
১২.	০৯	সহকারী প্রোগ্রামার	৪৯২	৪৬৫	২৭
১৩.	০৯	সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার	৬৫	৫৩	১২
১৪.	১০	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার	০২	০২	০
১৫.	১০	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১	০১	০
১৬.	১০	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০০	১
১৭.	১৩	কম্পিউটার অপারেটর	৭০	৫৪	১৬
১৮.	১৩	ক্যাটালগার	০১	০০	০১
১৯.	১৩	ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ)	০৩	০২	০১

ক্রম	গ্রেড	পদের নাম	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
২০.	১৪	উচ্চমান সহকারী	০১	০১	০
২১.	১৪	হিসাবরক্ষক	০১	০১	০
২২.	১৪	ক্যাশিয়ার	০১	০১	০
২৩.	১৬	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	৪৮৯	০১	৪৮৮
২৪.	১৬	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৩	০২	০১
২৫.	১৬	স্টোর কিপার	০১	০১	০
২৬.	১৬	পাম্বার	০১	০১	০
২৭.	১৬	গাড়িচালক	৭১	০০	৭১
২৮.	১৭	ল্যাব এটেন্ডেন্ট	০৩	০০	০৩
২৯.	১৮	ডেসপাচ রাইডার	০১	০০	০১
৩০.	২০	নিরাপত্তা প্রহরী	০৪	০০	০৪
৩১.	২০	অফিস সহায়ক	১০	০০	১০
৩২.	২০	অফিস সহায়ক	৫৫২	০০	৫৫২
৩৩.	২০	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	১১	০০	১১
৩৪.	২০	মালি	০১	০০	০১
		মোট	**১৮৬৮**	**৬৪৪**	**১২২৪**

৫ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

৫.১ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

অর্থ শাখা হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় হতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বরাদ্দ প্রদান এবং মনিটরিং করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, জেলা কার্যালয় ও উপজেলা কার্যালয়ের বরাদ্দ ও ব্যয় নিম্নরূপঃ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়

অফিস	বরাদ্দ (হাজার টাকায়)	সংশোধিত বরাদ্দ (হাজার টাকায়)	ব্যয়যোগ্য বরাদ্দের পরিমাণ (হাজার টাকায়)	ব্যয় (হাজার টাকায়)	শতকরা (%)
প্রধান কার্যালয়	১৫,৭৯,৬৬	১৪,২৪,৮৪	১২,৫০,৮০	১১,২৪,৬৫	৯০%
জেলা কার্যালয়	১১,৯৫,৪৯	১০,৫৪,২৭	১০,৮৬,৮০	১০,৫৩,০৯	৯৭%
উপজেলা কার্যালয়	৪১,৪৯,০১	৩৮,৪২,২৯	৩৭,৫৮,৭৮	৩৫,৩৬,৬১	৯৪%
সর্বমোট	**৬৯,২৪,১৬**	**৬৩,২১,৪০**	**৬০,৯৬,৩৮**	**৫৭,১৪,৩৫**	**৯৪%**

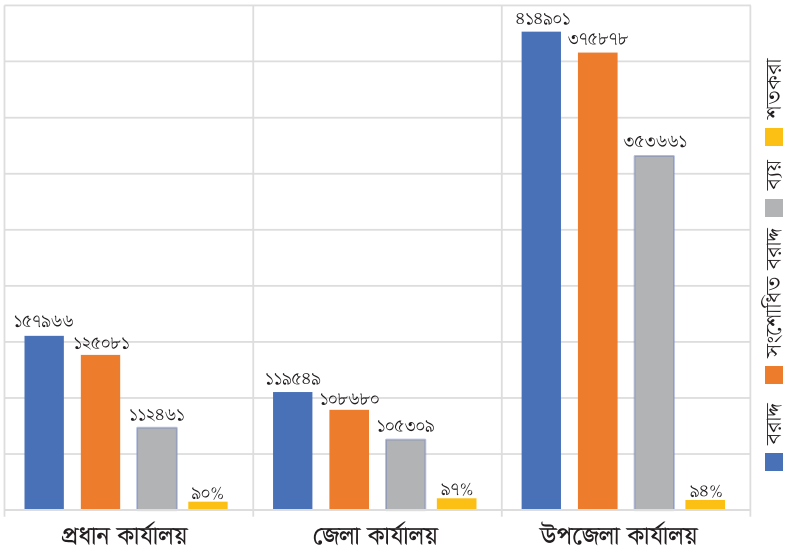

চিত্র ১: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ।

৫.২ এক নজরে বিভিন্ন অর্থ বছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

চিত্র ২: বিভিন্ন অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ।

৫.৩ প্রশিক্ষণ বাজেট

আইসিটি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এবং এ সম্পর্কিত বিভিন্ন আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক বিভিন্ন ক্রয় কার্য সম্পন্ন করে আসছে। বেকার সমস্যা সমাধানে উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষিত বেকারদের আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহে অনেক কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়ে বিভিন্ন সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম, সেমিনার, প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন কমিটিতে তাদের অবদান রেখে চলেছে। এ জন্যই আইসিটি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের অর্থ শাখা হতে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট, Financial Management and Audit এবং অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

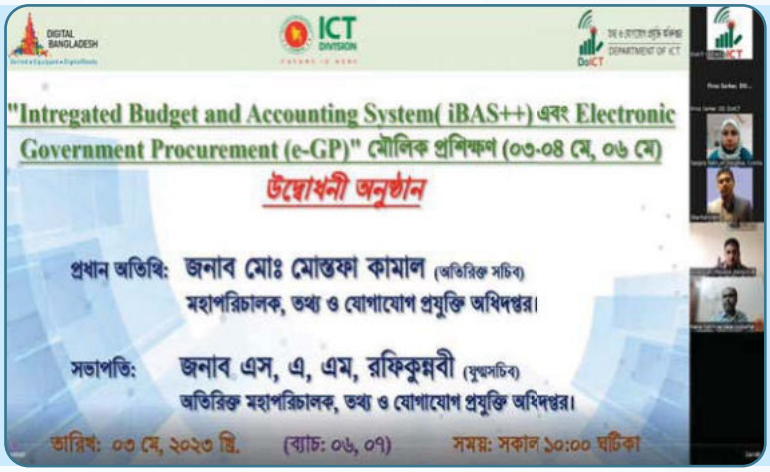

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর। মোট ৫০টি উপজেলায় প্রতিটি ব্যাচে ২৫ জন করে আউটসোসিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উলেখ্য যে, আইসিটি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় বেশিরভাগ ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে আসছে। এছাড়াও, ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে OTM, DPM, RFQ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ক্রয়কার্য সম্পন্ন করেছে। এছাড়াও, iBAS সিস্টেমের মাধ্যমে আইসিটি অধিদপ্তর বাজেট প্রেরণ হতে শুরু করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন বিল দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করছে।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট: সরকারি ক্রয়কার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা সর্ম্পকে অবহিতকরণ। সরকারি ক্রয়ে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতির ব্যবহার সর্ম্পকিত বিভিন্ন নীতিমালা। সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

আইবাস++: বাংলাদেশ সরকারের সমন্বিত বাজেট এবং হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস ব্যবস্থা এবং Integrated Budget and Accounting Szstem (iBAS++) এর সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজেট প্রণয়ন, বরাদ্দ, অনলাইনে বিল দাখিল ইত্যাদি আর্থিক কর্মকাণ্ড সর্ম্পকে অবহিত হওয়া।

৫.৪ ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি)

আইসিটি অধিদপ্তর রাজস্ব বাজেট হতে ই-জিপির মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন ক্রয়কার্য সম্পন্ন করে। জেলা কার্যালয়ের নতুন যোগদানকৃত সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারের জন্য নতুন ডেস্কটপ কম্পিউটার ই-জিপি পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং প্রধান কার্যালয়সহ উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং স্ক্যানার ক্রয় সম্পন্ন করা হয়। প্রথমবারের মত ই-জিপির মাধ্যমে আরএফকিউ পদ্ধতি ব্যবহার করে অল-ইন-ওয়ান টাইপ প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ক্রয় করা হয়। অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন বাজেট হতে টেন্ডার ই-জিপির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

৫.৫ সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি (আইবাস++)

সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি (আইবাস++) এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের জেলা/উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহে বিভিন্ন বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়। এই পাটফর্ম এর মাধ্যমে বেতন-ভাতা সহ অফিস ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন বাজেট প্রদান করা হয়। এছাড়া, বিভিন্ন সেমিনার/ওয়াকশপ এবং প্রশিক্ষণের বাজেট এই সিস্টেমের মাধ্যমে জেলা এবং উপজেলা অফিসসমূহের কোডে বিভিন্ন সময়ে বরাদ্দ দেয়া হয়। আইবাস++ সিস্টেমটি চালুর পর থেকে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতার বিল স্বল্প সময়ের মাধ্যমে হিসাবরক্ষণ অফিসে প্রেরণ এবং দ্রুততার সাথে এ সর্ম্পকিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

৬ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩

স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৫/০৬/২০২২ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ সম্পাদিত হয়। এছাড়া গত ২৯/০৬/২০২২ তারিখে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং মাঠ পর্যায়ে (৬৪ জেলা) কার্যালয়সমূহে কর্মরত কর্মকর্তাগণ এর মধ্যে অনলাইন জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অত্র কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ০৪টি কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ১৯টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং সুশাসন ভিত্তিক ৫ টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয় । তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের দপ্তর সংস্থাসমূহের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ২য় স্থান অর্জন করে। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবছরের স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন ১৫ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। আইসিটি অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখানো হলোঃ

ক্র: নং:	কৌশলগত উদ্দেশ্য	গৃহীত কার্যক্রম
১.	ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় সহায়তা	❑ সেবা সহজীকরণ এর নিমিত্তে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ডিএসডিএল সম্পাদন ❑ সরকারি দপ্তরে দক্ষতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত ও ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ডি-নথি, বিষয়ক অনলাইন/ ক্ষেত্র বিশেষে সরাসরি প্রশিক্ষণ ❑ জাতীয় তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন ❑ সুরক্ষা বিষয়ক সেবা প্রদান ❑ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাঠ পর্যায়ের সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে আইসিটি বিষয়ক অনলাইন/ ক্ষেত্র বিশেষে সরাসরি পরামর্শ/সেবা প্রদান ❑ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এসিআর সংরক্ষণ সংক্রান্ত ডিজিটাল আর্কাইভ প্রস্তুত ❑ ট্রেনিং ডাটাবেজ ভার্সন-২ মানোন্নয়ন ও বাস্তবায়ন
২.	আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন কার্যক্রমকে গতিশীলকরণ	❑ সারাদেশ ব্যাপী ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদ্‌যাপন ❑ শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন ❑ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে IT Carnival আয়োজন ❑ নিউজলেটার প্রকাশনা ❑ শিক্ষকদের জন্য IT বিষয়ক ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ ও বিতরণ
৩.	আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন	❑ সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন ❑ আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও ডিজিটাল ডিভাইড দূরীকরণের লক্ষ্যে স্কুল অফ ফিউচার স্থাপন ❑ উপজেলা পর্যায়ে জয় D-SET (Digital Employeement and Training) Center এর টেন্ডার কার্যক্রম শুরু
৪.	মানব সম্পদ উন্নয়ন	❑ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বুনিয়াদি/দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন ❑ 4IR চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের Cyber Security Awarenes and Defense বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ❑ মাঠ পর্যায়ে তরুন-তরুনীদের জন্য আউটসোর্সিং/ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন ❑ সরকারি দপ্তরের কর্মরকর্তা-কর্মচারীদের আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

ক্র: নং:	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১.	সরকারি দপ্তরে দক্ষতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত ও ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ডি-নথি, বিষয়ক অনলাইন/ ক্ষেত্র বিশেষে সরাসরি প্রশিক্ষণ	৩৫০০	৩৬৮০
২.	সারাদেশব্যাপী ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদ্‌যাপন	১২.১২.২০২২ তারিখে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদযাপন	উদযাপিত
৩.	শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন	১৮-১০-২০২২ তারিখে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদযাপন	উদযাপিত
৪.	সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন	২৫০০	২৫০০
৫.	আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও ডিজিটাল ডিভাইড দূরীকরণের লক্ষ্যে স্কুল অফ ফিউচার স্থাপন	১০০	১০০
৬.	মাঠ পর্যায়ে তরুণ-তরুণীদের জন্য আউটসোর্সিং/ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	৫০ টি উপজেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
৭.	4IR চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের Cyber Security Awarenes and Defense বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	১০০	১০০

৭ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০২২-২৩

২০২২-২৩ অর্থবছরে আইসিটি অধিদপ্তরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

আইসিটি অধিদপ্তরে জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালার আলোকে নিম্নরূপ কর্মকর্তাগণকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়ঃ

নাম : **জনাব নিলুফা ইয়াসমিন**
পদবী : উপ-পরিচালক
গ্রেড : ০৬
কর্মস্থল : পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা

নাম : **জনাব মোঃ দিদারুল কাদির**
পদবী : নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার
গ্রেড : ০৬
কর্মস্থল : পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা

নাম : **জনাব মোঃ মাহমুদউজ্জামান**
পদবী : প্রোগ্রামার
গ্রেড : ০৬
কর্মস্থল : জেলা কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও

নাম : **জনাব শাহ্ মুহাম্মদ রুবায়েত আলম**
পদবী : সহকারী প্রোগ্রামার
গ্রেড : ০৯
কর্মস্থল : উপজেলা কার্যালয়, সদর, গাজীপুর
(সংযুক্তিঃ প্রধান কার্যালয় (প্রশাসন শাখা))

নাম : **জনাব মোঃ মোজাহেদুল ইসলাম**
পদবী : প্রশাসনিক কর্মকর্তা
গ্রেড : ১০
কর্মস্থল : প্রশাসন শাখা

নাম : **জনাব মোঃ আব্দুল করিম সরকার**
পদবী : কম্পিউটার অপারেটর
গ্রেড : ১৩
কর্মস্থল : জেলা কার্যালয়, রংপুর

৮ ইনোভেশন কার্যক্রম

৮.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ইনোভেশন কার্যক্রম

একুশ শতকের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে শুরু হয়েছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কার্যক্রম। সে লক্ষ্য অর্জনে সরকার শতভাগ সফল। দেশে তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২০ লক্ষ দক্ষ মানুষ তৈরি করা হয়। একই সময়ে দেশে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান হয় ২০ লক্ষ। বিশ্বে অনলাইন শ্রমশক্তিতে

বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। ২০১৬ সাল থেকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব নিয়ে আলোচনা শুরু হলে সরকার চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও সম্ভাবনা কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্ব দেয়। সেই থেকে চলমান রয়েছে ফ্রন্টিয়ার বা অগ্রগামি প্রযুক্তিতে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির নানা উদ্যোগ ও প্রশিক্ষণ।

২০২৫ সালের মধ্যে আইটি সেক্টরে ৩০ লাখ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শতভাগ ই-সার্ভিস প্রদান, ২০৩১ সালের মধ্যে ২৬তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক, অগ্রসরমান অর্থনীতি, উদ্ভাবনী ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা এবং মাথাপিছু ১২ হাজার মার্কিন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ চলমান রয়েছে।

পরিবর্তন ও উন্নয়নের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলা লাল-সবুজের বাংলাদেশ আজ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল। ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্পের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ হয়ে উঠছে বিশ্বের অন্যতম আইসিটি গন্তব্য। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে দক্ষ মানবশক্তি তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিণত হবে জ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবনী উন্নত বাংলাদেশে।

'উন্নয়নশীল দেশ থেকে
উন্নত দেশে যাবে উদ্ভাবনে'

"ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা" এবং "বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি" এর শতভাগ অর্জনের অংশ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর বিভিন্ন অর্থবছরে সেবা সহজিকরণ, সেবা ডিজিটাইজকরণ এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২০-২০২১ এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে "ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা" বাস্তবায়নে আইসিটি বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর সংস্থার মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর প্রথম স্থান অর্জন করে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার তালিকা

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/ আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	মন্তব্য
১.	'সরকারি খাদ্য (ধান) ক্রয়ে বিক্রেতা (কৃষক) নির্বাচনের জন্য ডিজিটাল লটারি সিস্টেম ও ডাটাবেস সংরক্ষণ	'সরকারি খাদ্য (ধান) ক্রয়ে বিক্রেতা (কৃষক) নির্বাচনের জন্য ডিজিটাল লটারি সিস্টেম ও ডাটাবেস সংরক্ষণ' নামক উদ্যোগটির পাইলটিং কার্যক্রম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর - এ সম্পন্ন হয়েছে। এনালগ পদ্ধতিতে বিক্রেতা নির্বাচন খুবই সময়সাধ্য। ১০০০-২০০০ বিক্রেতা নির্বাচনের জন্য সারাদিন লেগে যায় ফলে উক্ত উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে সরকারি খাদ্য(ধান) ক্রয়ে বিক্রেতা(কৃষক) নির্বাচন ডিজিটাল পদ্ধতিতে দ্রুত সম্পন্ন করা যাচ্ছে এবং এতে সরাকারি (খাদ্য) ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	উদ্ভাবকঃ জনাব সুব্রত কুমার বিশ্বাস, সহকারী প্রোগ্রামার, মেহেরপুর সদর subroto.doict@gmail.com ০১৭২২২৭২৭৯০

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/ আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	মন্তব্য
২.	Central Aid Management System (CAMS):	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরে কর্মরত জেলার ৫ জন দক্ষ প্রোগ্রামার বাংলাদেশ সরকারের মানবিক সহায়তা বিতরণের কাজে গতিশীলতা আনয়ন ও নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজিকরণের লক্ষ্যে পেশাগত দায়বদ্ধতা থেকে স্ব-উদ্যোগে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যার তৈরি করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি মহোদয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক তৈরিকৃত Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যারটির কলেবর বৃদ্ধিপূর্বক সকল মানবিক সহায়তা বিতরণ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। উল্লেখ্য, করোনাকালীন সময়ে CAMS ব্যবহার করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত ৩৪ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৫৩টি পরিবারকে ২৫০০ টাকা করে মোট ৮৭৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	উদ্ভাবকঃ জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ, প্রোগ্রামার, জেলা কার্যালয়, টাঙ্গাইল (সংযুক্তিঃ প্রধান কার্যালয়) এবং আরো ০৪ (চার) জন প্রোগ্রামার harun.rosid@doict.gov.bd ০১৭১২৮২২২০৬
৩.	অনলাইন কম্পিউটার ল্যাব বরাদ্দ ব্যবস্থাপনা:	বর্তমানে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ল্যাব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাব সমূহের তথ্য একটি নির্দিষ্ট ওয়েব এপ্লিকেশন থেকে প্রাপ্তির ব্যবস্থা নেই। ফলশ্রুতিতে অনেক সময় একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই ল্যাব প্রদানকারী সংস্থা ভুলক্রমে একাধিক ল্যাব দিয়ে ফেলে। আবার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাব প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্বে সে প্রতিষ্ঠানে কোনো কম্পিউটার ল্যাব আছে কিনা তা জানা বা এই তথ্যের সত্যতা যাচাই করা অত্যাবশ্যক। অপরদিকে কম্পিউটার ল্যাবের জন্য নির্দিষ্ট ফরমেটে অনলাইনে আবেদন করার প্লাটফর্ম অত্যন্ত	হ্যাঁ	হ্যাঁ	উদ্ভাবকঃ জনাব রিয়াসাত রায়হান নুর, সহকারী প্রোগ্রামার, উপজেলা কার্যালয়, তিতাস, কুমিল্লা, (সংযুক্তিঃ শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)) riasatraihan@gmail.com

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/ আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	মন্তব্য
		প্রয়োজনীয়। আর উক্ত সমস্যা বা চাহিদাসমূহের প্রেক্ষিতে 'অনলাইন কম্পিউটার ল্যাব বরাদ্দ ব্যবস্থাপনা' এই উদ্ভাবন (ইনোভেশন) টি এই সমাধান করে।			০১৬৭২৭০২৪৩৭
৪.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের এমপ্লয়িদের ওয়েব বেইজ পার্সোনাল ডেটাশীট (পিডিএস) প্রস্তুতকরণ	➢ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের এমপ্লয়ির অনলাইন ভিত্তিক কোন তথ্য ভান্ডার প্রধান কার্যালয়ে নেই। ➢ প্রতি অর্থ বছরে কোন কোন কর্মকর্তা দেশে/বিদেশে কি কি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এর কোন হালনাগাদ তথ্য অনলাইনে নেই, ফলে একই কর্মকর্তা বারবার একই প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে আবার অনেক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণের সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। এতে কর্মচারীদের মধ্যে কাজের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হচ্ছে। ➢ প্রধান কার্যালয়ে একজন এমপ্লয়ির পার্সোনাল ডিটেইলস(শিক্ষাগত যোগ্যতা, পদোন্নতির হিস্টিরি, বদলী/পদায়নের হিস্টিরি, চাকুরীর অভিজ্ঞতা, দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণের তথ্য, দেশ/বিদেশ ভ্রমণের তথ্য, বিভিন্ন অর্জন, বিভিন্ন ছুটি, ব্যক্তিগত সম্পদ) এর হিসাব সংক্রান্ত কোন তথ্য অনলাইনে নেই।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	উদ্ভাবকঃ জনাব হাবিবুল্লাহ, সহকারী প্রোগ্রামার, উপজেলা কার্যালয়, ফুলপুর, ময়মনসিংহ habibullah_cse@yahoo.com ০১৭১৬৫৯২০৭২
৫.	'School Admission Lottery Management System (SALMS)'	করোনাকালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরন করে ভর্তি ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন, সেবার মান বৃদ্ধি, উদ্ভাবন চর্চা ও এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে 'School Admission Lottery Management System (SALMS)' নামক সিস্টেম সফটওয়ার (http://salms.doict.gov.bd/) প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত ডিজিটাইজকৃত সেবাটির পাইলটিং কার্যক্রম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, পাবনা-তে সম্পন্ন হয়েছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	উদ্ভাবকঃ জনাব সজীব সরকার, প্রোগ্রামার, জেলা কার্যালয়, পাবনা sajib.ict.05@gmail.com ০১৭৮৫০৪৩৪৮৯

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/ আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	মন্তব্য
৬.	Connect DoICT (Mobile Apps)	১। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তাদের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ থাকবে ফলে সহজেই সকলের তথ্য পাওয়া যাবে; ২। দ্রুততার সাথে বিভিন্ন নোটিশ, নোটিফিকেশন সবার মাঝে প্রেরণ; ৩। বিভিন্ন ইভেন্ট এবং সার্ভিস সম্পর্কিত তথ্য সহজেই দেখা; ৪। সরকারী বিভিন্ন জরুরি অফিস আদেশ/প্রজ্ঞাপনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ডাউনলোডের সুবিধা; ৫। অনলাইনভিত্তিক মিনি নিউজ পোর্টাল; ৬। নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ এবং নোটিফিকেশন এর সুবিধা; ৭। ইত্যাদি।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	উদ্ভাবকঃ জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (অর্থ), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর sharifulislam@doict.gov.bd ০১৭১৩৪৯৪৬৬১
৭.	স্বল্প খরচে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী স্বয়ংক্রিয় ওয়াটার পাম্প কন্ট্রোলার	বর্তমান সময়ে দেশে তো বটেই পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ইলেকট্রিক মটর দৈনন্দিন জীবনে পানির ব্যবহারের জন্য একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। প্রতিদিনই প্রতি বাসায় ইলেকট্রিক মটর অন বা চালু করা হচ্ছে পানির ব্যবহারের জন্যে। অনেক সময় সময়মত মটর অফ করতে ভুলে যাওয়ার কারণে ইলেক্ট্রিসিটি এবং পানির অপচয় হয়। ফলে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে প্রতিদিনই দেশের প্রচুর ইলেক্ট্রিসিটি ও পানির অপচয় হচ্ছে। 'স্বল্প খরচে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী স্বয়ংক্রিয় ওয়াটার পাম্প কন্ট্রোলার' এই সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়ছেে যেন পানি ভর্তি হবার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়াটার পাম্পটি বন্ধ হয়ে যায়।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	উদ্ভাবকঃ জনাব তানিয়া আফরোজ, সহকারী প্রোগ্রামার, উপজেলা কার্যালয়, সদর, মানিকগঞ্জ taniaafroz03@gmail.com ০১৭৩৩৫৩৩৫৪৩
৮.	আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় কারিগরি সহায়তা সেবা	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে আইসিটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জেলা পর্যায়ে দপ্তর স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োজিত প্রোগ্রামার, সহকারী	হ্যাঁ	হ্যাঁ	উদ্ভাবকঃ জনাব বিপুল বনিক, সহকারী প্রোগ্রামার, উপজেলা কার্যালয়,

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/ আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	মন্তব্য
		প্রোগ্রামার ও কম্পিউটার অপারেটর সাধারণ জনগণ ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে আইসিটি নির্ভর সেবা যেমন- নথি, ওয়েব পোর্টাল, সরকারি বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত এপ্লিকেশন, হার্ডওয়ার, ইন্টারেনট কানেকটিভিটিসহ নানাবিধ সেবা প্রদান করা হয়। সেসকল সেবা প্রদানের বিবরণ এবং তথ্য যথাযথভাবে ইলেকট্রনিক উপায়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ।			রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি bipul.6ap@doict.gov.bd ০১৮১৭৭৫০৫৫৪ (আপডেট ভার্সন তৈরি করা হয়েছে বিধায় এটি আর ব্যবহার হচ্ছে না)
৯.	নিরাপদ মাতৃত্ব একাউন্ট	কেয়ার বাংলাদেশ এনজিও সংস্থা ৩০ জন দক্ষকর্মীর সহয়তায় দুর্গাপুর, নেত্রকোণা তাদের সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন। তারা সেবাগ্রহীতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গর্ভবতী মায়েদের সেবা প্রদানের পাশাপাশি সেবা বঞ্চিত নাগরিকদের বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। যার চিকিৎসা বাবদ ব্যয় সেবাগ্রহীতা নিজেই বহন করেন। সেক্ষেত্র দেখা যায় গর্ভবতী মায়েদের চিকিৎসার খরচ তুলনামূলক বেশি। ফলে এ খরচ দুস্থ দরিদ্র জনগন নিজে থেকে বহন করতে পারে না। সেক্ষেত্রে এই দুস্থ দরিদ্র জনগনকে সহায়তা করার জন্য উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদে “নিরাপদ মাতৃত্ব একাউন্ট” তৈরী করা হয়। যেখানে এলাকার স্বচ্ছল জনগন সেই একাউন্টে সেচ্ছায় টাকা দান করে যাচ্ছেন আর এর সুফল পাচ্ছনে হত দরিদ্র গর্ভবতী মা।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	উদ্ভাবকঃ জনাব মোঃ সামিউল আলম শামীম, সহকারী প্রোগ্রামার, উপজেলা কার্যালয়, দূর্গাপুর, নেত্রকোণা samiulcuet10@gmail.com ০১৭৫৩৯৭৪০৩৫
১০.	দেওয়ানী মামলা ডিজিটাল ট্র্যাকিং ও মনিটরিং সিস্টেম	বর্তমানে জেলা প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত যে সকল দেওয়ানী মামলাসমূহ আছে সেগুলি সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হার্ড ফাইলের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা হয়। যার ফলে এক নজরে মামলাসমূহের অবস্থা এবং মামলার শেষ অবস্থা অনুযায়ী কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না এবং অনেক ক্ষেত্রেই মামলার শুনানির তারিখ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আদালতে যথাসময়ে হাজির হতে পারেনা। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মামলাগুলি এক তরফা সরকারের বিপক্ষে রায়	হ্যাঁ	হ্যাঁ	উদ্ভাবকঃ জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, প্রোগ্রামার, জেলা কার্যালয়, যশোর anisur.rahman.doict@gmail.com ০১৯৬২৪২৪৪৩৭

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/ আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	মন্তব্য
		হয়ে যায়। যাতে করে সরকারি সম্পদের একটি বড় অংশ খোয়া যায়। **মোটা দাগের সমস্যাগুলি নিম্নরূপঃ** ১) সর্বশেষ অবস্থাভিত্তিক মামলার পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। ২) নির্দিষ্ট সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মামলার হাজিরা সম্পর্কে অবহিত হন না। ৩) মনিটরিং এর অভাবে সরকার মামলায় হেরে যায় এবং সরকারের সম্পদ (ভূমি) হারিয়ে ফেলে।			
১১.	ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট	বিদ্যমান ব্যবস্থায় একটি দপ্তরে স্টোর ব্যবস্থাপনার জন্য স্টোরে প্রোডাক্ট আইটেম মজুত এর বর্ণনা, পরিমান, বিতরণের পরিমানসহ অবশিষ্ট দ্রব্যাদির তথ্যাদি অফলাইন এবং অনলাইন এ জানা যায় এবং এ পদ্ধতি চালুকরণের ফলে সেবা সহজীকরণ ও সময় এবং অর্থের সাশ্রয়সহ সচ্ছতার সাথে স্টোর ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হয়েছে এবং অনলাইনে স্টোর ব্যবস্থাপনা সিস্টেম খুব সহজেই আপডেট রাখা যাচ্ছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	উদ্ভাবকঃ প্রধান কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
১২.	অনলাইন এক্সাম সিস্টেম	'ডিজিটাল বাংলাদেশ' একটি প্রত্যয়, একটি স্বপ্ন। বিরাট এক পরিবর্তন ও ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এখন এগিয়ে চলছে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের বছরে বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণই বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রধান বিষয়। তারই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ তথা অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি/আধা সরকারিবিভিন্ন সেক্টর এখন ডিজিটালাইজেড হয়েছে এবং এর সুফল জনগণ ভোগ করছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেটি অধিদপ্তর কতৃক ৯০০০ হাজার এর অধকি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে । কিন্তু উপযুক্ত কোনো অনলাইন সিস্টেম না থাকায় এখন পর্যন্ত	হ্যাঁ	হ্যাঁ	উদ্ভাবকঃ জনাব বিপ্লব চন্দ্র সরকার, প্রোগ্রামার, জেলা কার্যালয়, রাজশাহী সংযুক্তিঃ ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন (ইডিসি) প্রকল্প biplob.weblancer@gmail.com ০১৭৩২২১৬৩৪১

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/ আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	মন্তব্য
		অনলাইন এ পরীক্ষা নেয়ার পূর্ণাংগ পদ্ধতি বিদ্যমান না থাকার ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা পিছিয়ে পড়ছিলো। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আমরা জানি এছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি পরীক্ষা গ্রহণ অত্যন্ত আবশ্যক। আর এই অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয়তা 'অনলাইন এক্সাম সিস্টেম' উদ্ভাবন (ইনোভেশন) এর মাধ্যমে পূরণ করার সম্ভবনা রয়ছে। ইতোমধ্যে জনাব বপ্লিব চন্দ্র সরকার, প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধদিপ্তর, রাজশাহী 'অনলাইন এক্সাম সিস্টেম' উদ্যোগটি রাজশাহী জলোর একটি শক্ষিা প্রতষ্ঠিানে সফলতার সাথে পাইলটিং র্কাযক্রম সম্পন্ন করছেনে।			
১৩.	অনলাইন সাপোর্টিং টিকেট সিস্টেম	ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সফলতার সাথে বিভিন্ন দপ্তর সমূহে আইসিটি বিষয়ক পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সেবার পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি দপ্তরে নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি, নথি, ওয়েব পোর্টাল, ই-মোবাইল কোর্ট, ই-লাইসেন্স, জন্ম নিবন্ধন, ই-হজ্জ্ব, ই-ল্যান্ড, ই-মিউট্রিশন, ই-নামজারী, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এপিএএমএস), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস), বিভিন্ন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার সাপোর্ট এবং জনগণের মাঝে প্রযুক্তি বিষয়ক কারিগরি সেবা প্রদান করে আসছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে আইসিটি বিষয়ক পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য অনলাইন ভিত্তিক	হ্যাঁ	হ্যাঁ	উদ্ভাবকঃ ইঞ্জি. আবু কাউছার, প্রোগ্রামার, জেলা কার্যালয়, লক্ষীপুর (সংযুক্তিঃ প্রধান কার্যালয়) eng.abukowsar@gmail.com ০১৭১০২৭৮৭৬০

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/ আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	মন্তব্য
		কোন প্লাটফর্ম নেই। বিভিন্ন কারিগরি সহায়তার জন্য এখন পর্যন্ত ওয়েবসাইট, ফেসইবুক, ইমেইল, মোবাইল অথবা ম্যানুয়াল পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে হয়, যা সময় সাপেক্ষ। বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কেউ সমস্যাসমূহ অবলোকন করে থাকে এবং সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে থাকেন। অনেকেই সমস্যাসমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে এবং সঠিক চ্যানেলে সমাধান পেতে সমস্যায় পড়েন। এসকল সমস্যা সমাধানের জন্যে অনলাইন সাপোর্টিং টিকেট সিস্টেম উদ্ভাবন (ইনোভেশন) টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।			
১৪.	তথ্য ও যেগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ট্রেনিং ডাটাবেজ প্লাটফর্ম (ভার্শন-২)	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। কর্ম সম্পাদন লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য, আইসিটি বিভাগ ও অধিদপ্তর থেকে প্রতি বছর সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও জনসাধারণের জন্য প্রধান কার্যালয় ও জেলা/উপজেলা পর্যায়ের অফিস সমূহে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ট্রেনিং ডাটাবেজ প্ল্যাটফর্ম এর বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে দেয়া হলো: ✓ অ্যাডমিন ব্যবস্থাপনা ✓ ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা ✓ পদবী ব্যবস্থাপনা ✓ অফিস ব্যবস্থাপনা ✓ প্রশিক্ষক ব্যবস্থাপনা ✓ প্রশিক্ষণার্থী ব্যবস্থাপনা ✓ কোর্স ম্যানেজমেন্ট ✓ সেন্টার ব্যবস্থাপনা ✓ অর্থবছর ব্যবস্থাপনা ✓ ব্যাচ ব্যবস্থাপনা ✓ প্রতিবেদন তৈরি ✓ প্রশিক্ষণ ডেটা সন্নিবেশ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	উদ্ভাবকঃ ইঞ্জি. আবু কাউছার, প্রোগ্রামার, জেলা কার্যালয়, লক্ষীপুর (সংযুক্তিঃ প্রধান কার্যালয়) eng.abukowsar@gmail.com ০১৭১০২৭৮৭৬০

৯ ২০২২-২৩ অর্থবছরে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার বিবরণ:

টেকসই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর মানবসম্পদ উন্নয়নে আইসিটি অধিদপ্তর নানাবিধ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলোঃ সরকারি দপ্তরসমূহে ই-নথি বস্তবায়ন, D-nothi বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত নিত্য-নতুন ধারনা প্রদান, সরকারি ক্রয় পদ্ধতি, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ইনোভেশন, ডিজিটাল লিডারশিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলসহ যুগোপযোগী বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

৯.১ ই-নথির নতুন ভার্সন ডি-নথি বাস্তবায়ন

২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ। স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত ও উদ্ভাবনী। এককথায় সব কাজই হবে স্মার্ট। যেমন স্মার্ট শহর ও স্মার্ট গ্রাম বাস্তবায়নের জন্য স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট পরিবহন, স্মার্ট ইউটিলিটিজ, নগর প্রশাসন, জননিরাপত্তা, কৃষি, ইন্টারনেট সংযোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। স্মার্ট বাংলাদেশ চারটি স্তম্ভ হলো- ১. স্মার্ট সিটিজেন, ২. স্মার্ট গভর্নমেন্ট, ৩. স্মার্ট সোসাইটি ও ৪. স্মার্ট ইকোনমি।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তি- বিশেষ করে ন্যানো, ক্লাউড, আইওটি, রোবোটিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অনুভূতিশীল ড্রোন, ব্লকচেইনের মতো নিত্যনতুন প্রযুক্তি আমাদের চারপাশের প্রায় সব কিছু পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করবে। এসব পরিবর্তনের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে সরকারি অফিসে ডি-নথি ব্যবহারে যে সক্ষমতা তৈরি হচ্ছে, তা থেকে আরও একটি উন্নত সংস্করণ ডিজিটাল নথি (ডি-নথি) প্রস্তুত করা হয়েছে যেখানে অডিও-ভিজ্যুয়াল কল, ক্যালেন্ডার, রিমাইন্ডার, ওসিআর, টেক্সট টু স্পিচ, স্পিচ টু টেক্সট, এআইসহ আরো আধুনিক প্রযুক্তি সমন্বয় ঘটিয়ে ডি-নথি চালু করা হয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দাপ্তরিক কার্যক্রমকে গতিশীল করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া ডি-নথি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কাজ হচ্ছে বলে এই সেবার স্বচ্ছতা ও সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত এর মাধ্যমে সরকারি কাজে জবাবদিহি বাড়ছে। কাগজমুক্ত ডি-নথি ব্যবস্থাপনা সময় সাশ্রয় এবং জনগণ ও সরকারকে আরও ঘনিষ্ঠ করছে। স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট সিটিজেন ও স্মার্ট গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠায় একটি জনবান্ধব জনপ্রশাসন গড়ার লক্ষ্যে জনগণকে দুর্বার গতিতে সেবা দিতে এবং লাল ফিতার দৌরাত্ম্যকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুততম সময়ে, কম খরচে ও হয়রানি ছাড়াই সাধারণ মানুষের কাছে সেবা পৌঁছে দিতে ডি-নথি অগ্রগামী ভূমিকা রাখছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এটুআই (Aspire to Innovate) প্রোগ্রামের সহযোগিতায় সরকারি দপ্তরে (মাঠ পর্যায় থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত) ডি-নথি বাস্তবায়ন করছে। মাঠ পর্যায় থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত ডি-নথি কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে সকল সরকারি অফিসের ডি-নথি সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর বিগত বছরের ন্যায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে আইসিটি অধিদপ্তরের উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ডি-নথির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডি-নথি প্রশিক্ষণের তথ্য

প্রশিক্ষণের নাম	সংখ্যা
Digital Nothi (D-Nothi) ডি-নথি প্রশিক্ষণ	৩৬৮০
মোটঃ	৩৬৮০

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের বিগত বিভিন্ন অর্থবছরের ডি-নথি প্রশিক্ষণের তুলনামূলক চিত্র

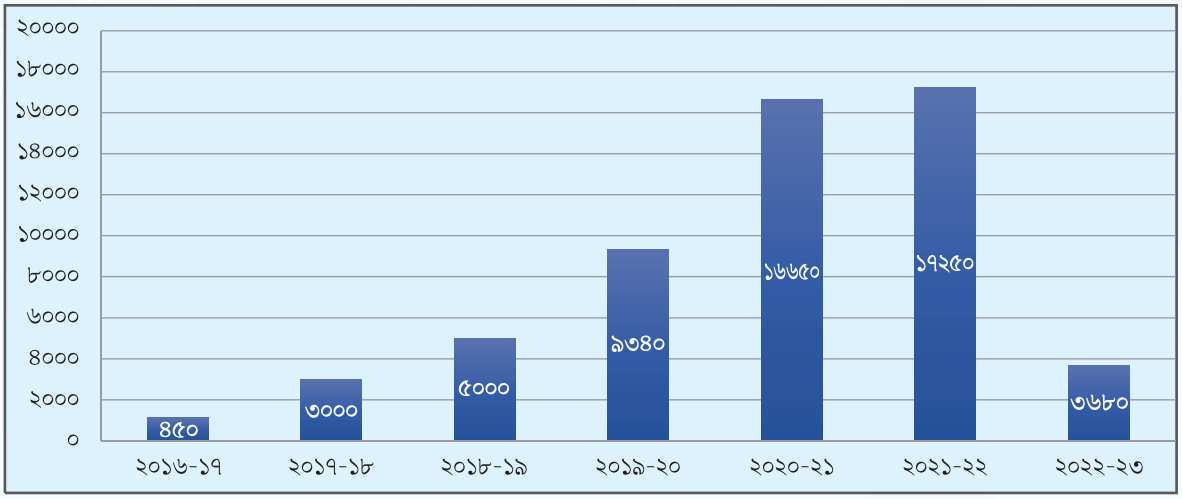

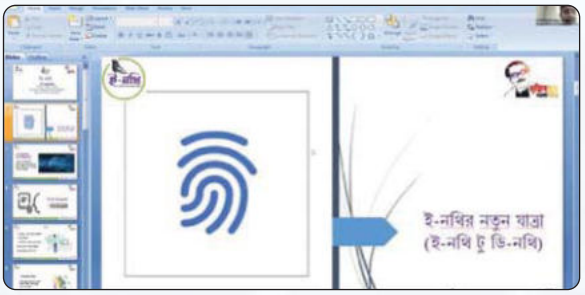

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩অর্থবছরের ডি-নথি প্রশিক্ষণ

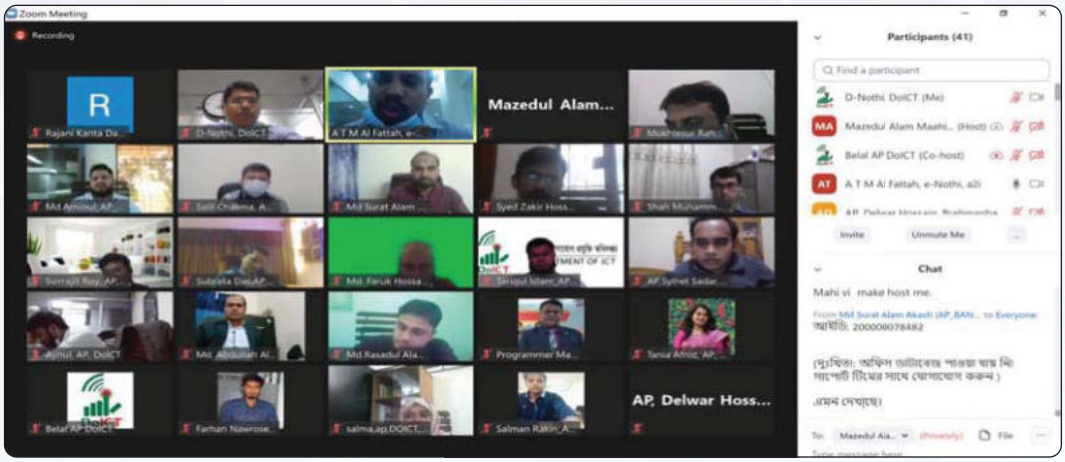

ছবি: অনলাইন প্লাটফর্মে ডি-নথি প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র

৯.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের হালনাগাদকৃত তথ্য

প্রধান কার্যালয়

ক্রঃ	ট্রেনিং এর নাম	প্রশিক্ষণ সময়কাল	প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থী	ব্যাচ সংখ্যা (লক্ষ্যমাত্রা)	ব্যাচ সংখ্যা (সম্পাদিত)	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১।	আইসিটি বিভাগ ও আইসিটি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে অনলাইনে (ভার্চয়াল প্লাটফর্মে) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	১ দিন	৩০		৪	১২০
২।	আইসিটি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য সেবা প্রদান সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১ দিন	৫০		২	১০০
৩।	"অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং (GRS) সফটওয়্যার" সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	১ দিন	৩৪		২	৬৮
৪।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন	১০০ জন (৫ ব্যাচ) ১১৭ (১ ব্যাচ)		৬	৬১৭
৫।	তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন	৩০		৩	৯০
৬।	"Cyber Awareness & Defense" বিষয়ক ৩ দিন ব্যাপী অনলাইন প্রশিক্ষণ	৩ দিন	২৫		৪	১০০

ক্রঃ	ট্রেনিং এর নাম	প্রশিক্ষণ সময়কাল	প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থী	ব্যাচ সংখ্যা (লক্ষ্যমাত্রা)	ব্যাচ সংখ্যা (সম্পাদিত)	মোট প্রশিক্ষণার্থী
৭।	Software Project Management বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২ দিন	৩০		১০	৩০০
৮।	ই জিপি এবং আইবাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ"	৩ দিন	৩০		৭	২১০
৯।	ফ্রিল্যান্সিং/আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ (৪০ দিন)	৪০ দিন	২৫		২৫	৬২৫
১০।	ফ্রিল্যান্সিং/আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ (২৫ দিন)	১৫ দিন	২৫		২৫	৬২৫
১১।	অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	৩ দিন	৪৫		২	৯০
১২।	ই-নথি / ডি-নথি প্রশিক্ষণ	১ দিন	৪০		৩০	১২০০
১৩।	ওয়েবপোর্টাল প্রশিক্ষণ	১ দিন	৪০		৩০	১২০০
	সর্বমোট					**৫,৩৪৫**

মাঠ পর্যায়

ক্রঃ	ট্রেনিং এর নাম	প্রশিক্ষণ সময়কাল	প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থী	ব্যাচ সংখ্যা (লক্ষ্যমাত্রা)	ব্যাচ সংখ্যা (সম্পাদিত)	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১।	ই-নথি / ডি-নথি প্রশিক্ষণ	১ দিন	৬৪		৪০	২,৫৬০
	সর্বমোট					**২,৫৬০**

১০ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক উদযাপিত ইভেন্ট ও দিবসসমূহ

১০.১ ৬ষ্ঠ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২

দেশব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো নির্মাণ, তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ মানবসম্পদ উন্নয়ন (ডিজিটাল সক্ষমতা উন্নয়ন), আইসিটিশিল্পের রপ্তানিমুখী বিকাশ এবং জনবান্ধব তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার (ই-গর্ভনেন্স) এই চারটি স্তম্ভকে ভিত্তি করে সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার অভিলক্ষ্যসহ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধমে একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নানামূখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছেন। তাঁর সার্বিক পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ স্বপ্ন নয় বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্য ও সক্ষমতা বহির্বিশ্বের কাছে উপস্থাপন, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠন, আইসিটি শিল্পের বিকাশে গবেষণা ও উদ্ভাবন, ডিজিটাল সক্ষমতা উন্নয়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবছর ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রতিবছরের ন্যায় ১২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ সকলের আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ৬ষ্ঠ বারের মত জাতীয়ভাবে দেশব্যাপী ও বিদেশস্থ বাংলাদেশী মিশনসমূহে **"ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২" উদ্‌যাপিত হয়।**

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস অর্জনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ডিজিটাল বাংলাদেশের সাফল্য ও অর্জন উপস্থাপন
- তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ
- তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সৃষ্টিতে উদ্ভুতকরণ
- আইসিটি শিল্প বিকাশে গবেষণা ও উদ্ভাবনে উদ্ভুতকরণ
- ডিজিটাল সক্ষমতা
- তথ্যপ্রযুক্তি খাতের অনন্য অবদানের জন্য স্বীকৃতি প্রদান

দিবসের প্রতিপাদ্য

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ফলে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, আইন-শৃংখলা, বিচারিক কার্যক্রম, আর্থিক লেনদেন, বিনোদন ইত্যাদি খাতসহ দেশের সকল জনগণ স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের উল্লেখযোগ্য "রূপকল্প ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ" এর সফল বাস্তবায়নের ফলে দেশের সকল শ্রেণি, পেশার মানুষ সুফল ভোগ করতে পেরেছে এবং জীবনমানের উন্নীত সাধন করেছে। তাই সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এবারের প্রতিপাদ্য **"প্রগতিশীল প্রযুক্তি, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতি"**।

অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আইসিটি অধিদপ্তরের আয়োজনে দেশব্যাপী অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে তিনটি গ্রুপে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ, ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস, ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প, ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তম্ভ, নির্বাচনী ইশতেহার, ই-সেবা ইত্যাদি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে কুইজের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২ অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের তথ্যসহ তালিকা

গ্রুপঃ ক (৮-১২ বছর)

১

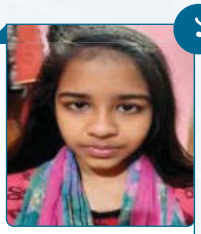

নাম ঃ **সায়ন্তিকা বাড়ৈ**
পিতার নাম ঃ বিদ্যুৎ কান্তি বাড়ৈ
মাতার নাম ঃ বিউটি অধিকারী
জন্ম তারিখ ঃ ২০/১১/২০১০
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামঃ
ডনোভান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাদারীপুর
বর্তমান ঠিকানাঃ শকুনি, মাদারীপুর সদর, বাংলাদেশ

২

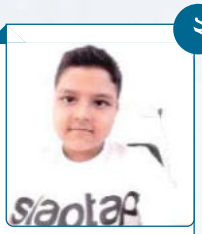

নাম ঃ **মো তানজিম রহমান**
পিতার নাম ঃ মো লুৎফর রহমান
মাতার নাম ঃ হিরুন্নাহার রুমা
জন্ম তারিখ ঃ ০২/১০/২০১০
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামঃ
হাজীগঞ্জ মডেল সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়
বর্তমান ঠিকানাঃ চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর

৩

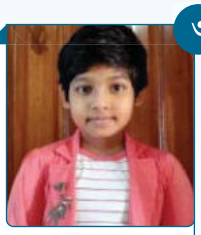

নাম ঃ **সিক্তা বিশ্বাস**
পিতার নাম ঃ প্রীতীশ চন্দ্র বিশ্বাস
মাতার নাম ঃ জবা মন্ডল
জন্ম তারিখ ঃ ১৫/১২/২০১২
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামঃ
সিটি আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী
বর্তমান ঠিকানাঃ ৩৬ স্বামীবাগ,গেন্ডারিয়া, ঢাকা

৪

নাম ঃ **ছোরাইয়া আখতার হাবীবা**
পিতার নাম ঃ মোঃ আবদুর রাকিব
মাতার নাম ঃ নাসিমা আক্তার পারভীন
জন্ম তারিখ ঃ ২১/০৫/২০১০
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামঃ
ছওতুল কুরআন মাদ্রাসা, কদমতলী, ঢাকা
বর্তমান ঠিকানাঃ

৫

নাম ঃ **লাবিবাতুন নিসা**
পিতা ঃ মো: আব্দুল হাফিজ
মাতা ঃ ফাতেমা আক্তার মনিরা
জন্ম তারিখ ঃ ০৫/০৯/২০১০
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামঃ
বায়তুস সালাম মহিলা মাদ্রাসা
বর্তমান ঠিকানাঃ শেখদী, দনিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

৬

নাম ঃ **মোঃ ইমরুল কায়েস রাফসান**
পিতা ঃ মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম
মাতা ঃ ফাতেমা আহমেদ
জন্ম তারিখ ঃ ১১/১২/২০১১
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামঃ
শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ
বর্তমান ঠিকানা: ২১/৯-খ, হাউজিং স্টাফ কোয়ার্টার, মিরপুর-১৪, ঢাকা

৭

নাম ঃ ফাতেমা আক্তার
পিতার নাম ঃ শেখ ফরহাদ
মাতার নাম ঃ তাছলিমা আক্তার
জন্ম তারিখ ঃ ০১/১২/২০০৯
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামঃ
বারুয়াখালী উচ্চ বিদ্যালয়
বর্তমান ঠিকানাঃ

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২ অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের তথ্যসহ তালিকা

গ্রুপঃ খ (১৩-১৮ বছর)

১

নাম ঃ **মোছাঃ শাজনীন সুলতানা মীম**
জন্ম তারিখ ঃ ০১-০৩-২০০৫
পিতার নাম ঃ মোঃ নিজাম উদ্দিন
মাতার নাম ঃ নাসরিন আক্তার
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামঃ
আবু তোরাব ফাজিল মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম

২

নাম ঃ **হাম্মাদ হোসেন**
জন্ম তারিখ ঃ ২৮-০১-২০০৮
পিতার নাম ঃ মোঃ মাশকুরুল ইসলাম
মাতার নাম ঃ মোছাঃ আমেনা খাতুন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামঃ
রনচন্ডি হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ , নীলফামারী

৩

নাম ঃ **মোসাঃ মিফতাহুল জান্নাত**
জন্ম তারিখ ঃ ২২-০৬-২০০৫
পিতার নাম ঃ মোঃ জমশেদ আলম
মাতার নাম ঃ ফাতেমা মরিয়ম
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামঃ
বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া

৪

নাম ঃ **শারমিন আক্তার**
জন্ম তারিখ ঃ ০৮-০৪-২০০৪
পিতার নাম ঃ মোঃ মোশারফ হোসেন
মাতার নাম ঃ জেসমিন আক্তার
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামঃ
গাজীপুর আজিজিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, কুমিল্লা

৫

নাম ঃ **আয়শা আক্তার অন্তরা**
জন্ম তারিখ ঃ ২৭-১২-২০০৬
পিতার নাম ঃ আব্দুল হালিম খান
মাতার নাম ঃ আইরিন পারভীন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামঃ
ইয়াসিন স্কুল এন্ড কলেজ , রাজবাড়ী

৬

নাম ঃ **মারিয়া সিদ্দিকা**
জন্ম তারিখ ঃ ২৩-১১-২০০৬
পিতার নাম ঃ মোঃ তৌহিদ হাসান সিদ্দিকী
মাতার নাম ঃ লাবনী সিদ্দিকা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামঃ
ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ

৭

নাম ঃ **শাপলা বিশ্বাস**
জন্ম তারিখ ঃ ০২-০১-২০০৭
পিতার নাম ঃ নীহার বিশ্বাস
মাতার নাম ঃ শিল্পী বিশ্বাস
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামঃ
কলেজিয়েট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২ অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের তথ্যসহ তালিকা

গ্রুপঃ গ (১৯-তদুর্ধ্ব বছর)

১

নাম ঃ **নিলয় রঞ্জন দেব তীর্থ**
পিতার নাম ঃ রতন কুমার দেব
মাতার নাম ঃ রীতা দেব
মোবাইল ঃ ০১৫২০১০৪৯৮৩
০১৩২১১৩৭২৩৫
পেশা ঃ উপ-সহকারী ব্যবস্থাপক (আইসিটি),
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)

২

নাম ঃ **মুহাম্মদ রুহুল মোয়াজ্জেম**
পিতার নাম ঃ শামছুল ইসলাম
মাতার নাম ঃ নুরজাহান
মোবাইল ঃ ০১৭২২১০৭০৪৭
০১৬৩৩৬৮০০৭৭
পেশা ঃ উদ্যোক্তা
দিঘলী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, লক্ষ্মীপুর সদর

৩

নাম ঃ **সাঈদা তাসনীম**
পিতার নাম ঃ মোঃ আবু হানিফ ফিরোজী
মাতার নাম ঃ মোসাঃ মরিয়ম
মোবাইল ঃ ০১৯৯৭৬০০৩৫৪
০১৯৯৭৬০০৩৫
পেশা ঃ শিক্ষিকা,
ছওতুল কুরআন মাদ্রাসা, কদমতলী, ঢাকা

৪

নাম ঃ **শ্রাবণী দাস**
পিতার নাম ঃ খোকন চন্দ্র দাস
মাতার নাম ঃ পিলু মজুমদার
মোবাইল ঃ ০১৭৭৫২১৩২২৪
০১৭০৩৯২৫০৫৭
পেশা ঃ সহকারী শিক্ষক
চন্ডিপুর সুরেরবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর

৫

নাম ঃ **ফাতেমা আক্তার সাথী**
পিতার নাম ঃ আমির হোসেন কালাম
মাতার নাম ঃ শিল্পি আক্তার নয়ন
মোবাইল ঃ ০১৮২২৬০৭০৪৭
০১৮১১৯৩৭৩৩৪
পেশা ঃ সহকারী শিক্ষক
আল ইসলাহ হিফজ মাদ্রাসা, লক্ষ্মীপুর সদর

৬

নাম ঃ **আয়শা আক্তার**
পিতার নাম ঃ মো. মতিউর রহমান
মাতার নাম ঃ খাদিজা বেগম
মোবাইল ঃ ০১৯৪১১৬৯৩৯৩
০১৯৪১১৬৯৩৯
পেশা ঃ ছাত্রী
সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, টিকাটুলি, ঢাকা

৭

নাম ঃ **সায়মা ইয়াসমিন বৃষ্টি**
পিতার নাম ঃ কে. এম. খোরশেদ আলম
মাতার নাম ঃ মোছাঃ নাসিমা পারভীন
মোবাইল ঃ ০১৫১৮৭৩২৩২৮
০১৭৮৮৪৬০১১
পেশা ঃ ছাত্রী, সিএসই বিভাগ,
ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স ট্রেড অ্যান্ড টেকনোলজি, মিরপুর, ঢাকা

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে সকাল ৭.০০ ঘটিকায় আইসিটি টাওয়ারে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ম্যুরালে আইসিটি পরিবারের পক্ষ হতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২ এর শুভ সূচনা করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি, আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল , অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাগণ ও বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

১২ ডিসেম্বর ২০২২ সোমবার সকাল ০৯:০০ টায় হল অব ফেম, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি), ঢাকাতে ৬ষ্ঠ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২ এর উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এ কে এম রহমতুল্লাহ এমপি, মাননীয় সভাপতি ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় সংসদ সদস্য, উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, বেসরকারি সংস্থার নেতৃবৃন্দগণ, ফ্রিল্যান্সার, নারী উদ্যোক্তাগণসহ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০২২ এর থিম সং ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নপূরণ শীর্ষক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হওয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নোক্ত ৪টি স্থাপনার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

- জয় সিলিকন টাওয়ার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক, রাজশাহী
- বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল মিউজিয়াম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক, রাজশাহী
- সিনেপ্লেক্স, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক, রাজশাহী
- শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেশন সেন্টার রাজশাহী

এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার মূলনীতিঃ প্রগতিশীল প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতি-শীর্ষক প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২ বিজয়ীদের হাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার তুলে দেন। সবশেষে একটি ডিজিটাল ইন্টারএক্টিভ প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়।

ছবি: ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০২২ উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

ছবি: ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২

জাতীয় পর্যায়

জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ ও কারিগরি ক্ষেত্রে মোট ১২ টি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সেমিনার/আলোচনা সভা আয়োজন

জেলা প্রশাসকগণ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিম্নরূপ সেমিনার/আলোচনা সভা আয়োজন করেন।

ক্রম	পর্যায়	বিষয়	টার্গেটেড গ্রুপ
১.	জেলা পর্যায়ে	**প্রতিপাদ্যঃ** প্রগতিশীল প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতি	মাননীয় সংসদ সদস্য, জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী। স্টেকহোল্ডার (আইটি ফ্রিল্যান্সার, ই-কমার্স উদ্যোক্তা, ইউডিসি উদ্যোক্তা ও আইসিটি খাত), সাংবাদিকবৃন্দ, শিক্ষক/শিক্ষিকা, এনজিও প্রতিনিধিদলসহ সংশ্লিষ্ট সকল
২.	উপজেলা পর্যায়		মাননীয় সংসদ সদস্য, জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী। স্টেকহোল্ডার (আইটি ফ্রিল্যান্সার, ই-কমার্স উদ্যোক্তা, আইএসপি, আইসিটি উদ্যোক্তা, ইউডিসি উদ্যোক্তা ও আইসিটি খাত), সাংবাদিকবৃন্দ, শিক্ষক/শিক্ষিকা, এনজিও প্রতিনিধিদলসহ সংশ্লিষ্ট সকল র‍্যালী

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষ্যে যশোর জেলায় আয়োজিত সেমিনার

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষ্যে ঝালকাঠি জেলায় আয়োজিত সেমিনার

কালুখালী, রাজবাড়িতে ডিজিটাল বাংলাদেশ উপলক্ষ্যে আয়োজন

ডিজিটাল বাংলাদেশ উপলক্ষ্যে যশোর মনিরামপুর উপজেলায় আয়োজিত অনুষ্ঠান

১০.২ শেখ রাসেল দিবস ২০২২

শেখ রাসেল দিবস-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

প্রতিবছর ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস পালনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের কর্ণধার তথা বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদেরকে/শিশু-কিশোরদেরকে উন্নত বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয়ে শিশু-কিশোরদের মাঝে শেখ রাসেলের স্মৃতি অম্লান থাকবে। একই সাথে আগামী দিনে বাংলাদেশকে পরিচালনাসহ নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে শেখ রাসেলের দীপ্ত প্রত্যয়কে হৃদয়ে ধারণ করে তারা উন্নত বাংলাদেশ গড়ার শক্তিতে বলীয়ান হবে। এখন থেকে প্রতিবছর ১৮ অক্টোবর 'ক' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন/পালন হবে।

স্মৃতি বিজড়িত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের শোকাবহ ইতিহাস সম্পর্কে সারাদেশের লাখো ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, তরুন-তরুণীসহ সাধারণ জনগণের নিকট উপস্থাপন ও অবহিতকরণ

শিক্ষা, সাহিত্য, তথ্য-প্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা এবং স্বাস্থ্য খাতে স্মৃতি জাগানিয়া

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের উন্নত বাংলাদেশকে পরিচালিত করবে ও নেতৃত্ব দিবে

শেখ রাসেলের দীপ্ত প্রত্যয়কে হৃদয়ে ধারণ এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়ার শক্তিতে বলীয়ান করা

প্রিয় শেখ রাসেলকে হৃদয়ের মণিকোঠায় লালন

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে শিশু শেখ রাসেলের স্মৃতিময় আলেখ্য, তাঁর দৃঢ়চেতা মনোভাব ও অপরিসীম সাহসিকতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধু'র আদর্শ ধারণ

শেখ রাসেল-এর প্রতিকৃতি

(দৈর্ঘ্য ০৪ ফুট প্রস্থ ০৩ ফুট বা আনুপাতিক হার অনুযায়ী)

দিবসের লোগো ও প্রতিপাদ্য

দিবসের কি-ভিজ্যুয়াল

দিবস উদযাপন (কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়)

কেন্দ্রীয় পর্যায়

সংবাদ সম্মেলনঃ শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি উপস্থাপন

শেখ রাসেল দিবস ২০২২ আয়োজন উপলক্ষ্যে গত ১২ অক্টোবর ২০২২ তারিখ বিসিসি অডিটোরিয়াম, আইসিটি টাওয়ার, ঢাকা-তে গুরুত্বপূর্ণ সকল মিডিয়ার উপস্থিতিতে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্ মেদ পলক এমপি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদের মহাসচিব জনাব কে এম শহিদ উল্যা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এনএম জিয়াউল আলম পিএএ এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের অধীনস্থ সকল সংস্থা প্রধানগণ, অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ, অন্যান্য সুধিবৃন্দ। সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠানে যথাযথ মর্যাদায় জাতীয়ভাবে দেশব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনে শেখ রাসেল নির্মলতার প্রতীক, দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক প্রতিপাদ্যে ২য় বার শেখ রাসেল দিবস উদযাপনের নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলন আয়োজন

শেখ রাসেল অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন

শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের জন্য অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা-এর আয়োজন করা হয়েছেঃ

অংশগ্রহণকারীঃ

গ্রুপ কঃ ৮-১২ বছর এবং

গ্রুপ খঃ ১৩-১৮ বছর

পুরস্কারঃ

গ্রুপ কঃ ৫টি ল্যাপটপ
(কোর আই ৭, ১১ জেনারেশন)

গ্রুপ খঃ ৫টি ল্যাপটপ
(কোর আই ৭, ১১ জেনারেশন)

কুইজের বিষয়:

শেখ রাসেলের জন্ম, দুরন্ত শৈশব, শিক্ষা জীবন, স্বপ্ন, ভ্রমণ, পছন্দ, খেলাধুলা, তাঁর উপর রচিত গ্রন্থ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তসহ বিভিন্ন বিষয় থেকে প্রশ্ন নির্ধারণ করা হবে।

শেখ রাসেল অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা ২০২২ এর বিজয়ীরা

গ্রুপ-ক এর বিজয়ীদের তালিকা

১। **তাসনুভা রায়হান** পিতা: শিহাব রায়হান মাতা: মুসলিমা	সানরাইজ প্রি ক্যাডেট স্কুল, ফরিদপুর
২। **মোঃ হাসান আলী** পিতা: মোঃ আলহাজ আলী মাতা: মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন	খাজা মাইনুদ্দিন চিশতী সিদ্দিকিয়া দাখিল মাদ্রাসা, পাবনা
৩। **মোঃ রাইদ জায়ান** পিতা: মোঃ জসিম উদ্দিন মজুমদার মাতা: নাসরিন আকতার	আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা
৪। **ফারিহা হক ইলমা** পিতা: মোঃ এমদাদুল হক মাতা: শাহিনূর আক্তার	সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা
৫। **আহানাফ আজমাইন** পিতা: খাদেমুল ইসলাম মাতা: আক্তার জাহান লাকি	বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (জাতীয় কারিকুলাম), সৌদি আরব

শেখ রাসেল অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা ২০২২ এর বিজয়ীরা

গ্রুপ-খ এর বিজয়ীদের তালিকা

১। **মোসাঃ রিফা সানজিদা তানিসা** পিতা: মো: রেজাউল করিম মাতা: মোসা: রুবিনা খাতুন	শহীদ নজমুল হক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী
২। **মোঃ মনিরুল ইসলাম** পিতা: মোঃ শফিকুল সরদার মাতা: মোছাঃ মুর্শিদা খাতুন	ভাঁড়ারা সালেহা রহিম দাখিল মাদ্রাসা, পাবনা
৩। **সুমাইয়া ফারুক কৃষ্টি** পিতা: গোলাম ফারুক মাতা: কামরুন্নাহার বেগম	মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ
৪। **আহনাফ আহম্মেদ তাইফ** পিতা: মোঃ আশরাফ উদ্দিন মাতা: মোছাঃ মহাসিনা বেগম	নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী
৫। **ইফফাত জাহান সাইফা** পিতা: মোঃ আবু হানিফ ফিরোজী মাতা: মোসাঃ মরিয়ম	ছওতুল কুরআন মাদ্রাসা, ঢাকা

পুষ্পস্তবক অর্পণ

"শেখ রাসেল দিবস ২০২২" উদযাপন উপলক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ চত্বরে স্থাপিত শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি। আইসিটি বিভাগের অধীনস্ত বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় শেখ রাসেলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

এছাড়া এ দিবসটি উপলক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদের উদ্যোগে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এনএম জিয়াউল আলম পিএএ এর নেতৃত্বে বনানী কবরস্থানে শেখ রাসেলের সমাধীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

উদ্বোধনী ও শেখ রাসেল পদক প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন (কেন্দ্রীয় মূল অনুষ্ঠান)

১৮ অক্টোবর ২০২২ মঙ্গলবার সকাল ০৯.০০ টায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আয়োজনে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ও শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে হল অব ফেম, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি), ঢাকা-তে ভৌত ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উদ্বোধনী ও শেখ রাসেল পদক প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধনী ও শেখ রাসেল পদক প্রদান অনুষ্ঠানে গণভবন প্রান্ত থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, শেখ রাসেল এর বড় বোন, দেশরত্ন শেখ হাসিনা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব কে এম শহিদ উল্যা, মহাসচিব, শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এনএম জিয়াউল আলম পিএএ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা চৌধুরী নাফিজ সরাফাত, উপদেষ্টা জনাব তরফদার মোঃ রুহুল আমিন, উপদেষ্টা জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা এবং সাংগঠনিক সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন রতন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ব্যারিস্টার জাহাঙ্গীর হোসেন রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক, শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদ।

এছাড়াও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের আওতাধীন সকল সংস্থা প্রধান ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ। আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা-এর কর্মকর্তাগণ ও বেসরকারি পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ সংযুক্ত ছিলেন। মূল অনুষ্ঠানটি বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত প্রজেক্টরের মাধ্যমে সরাসরি প্রচার করা হয়। এছাড়াও শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

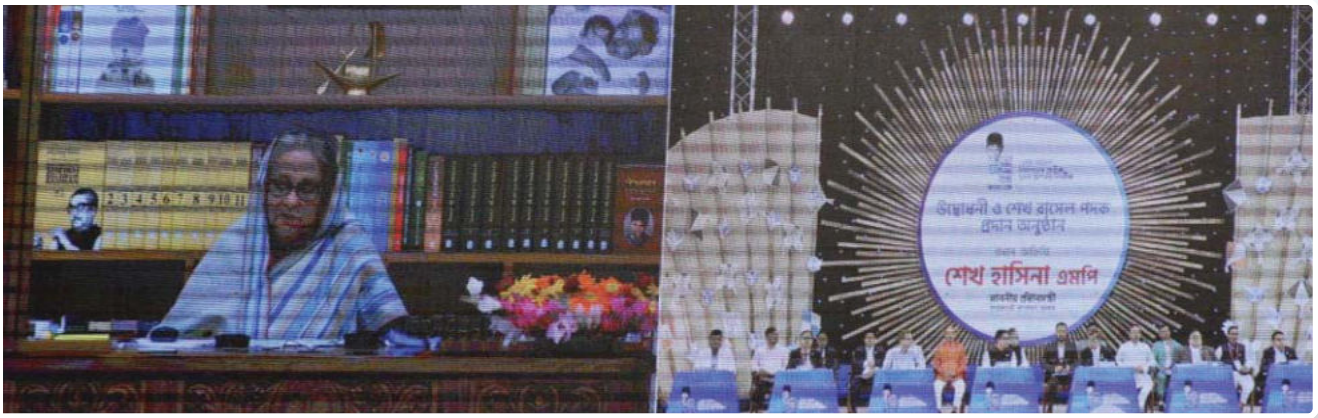

চিত্র: উদ্বোধনী ও শেখ রাসেল পদক প্রদান অনুষ্ঠান

চিত্র: উদ্বোধনী ও শেখ রাসেল পদক প্রদান অনুষ্ঠান

চিত্র: শেখ রাসেল পদক প্রদান

চিত্র: শেখ রাসেল পদক প্রদান

চিত্র: শেখ রাসেল পদক প্রদান

শেখ রাসেল পদক ২০২২ প্রদান

ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গঠনে অনন্য অবদান রাখার জন্য প্রতিবছর শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে ব্যক্তি, শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগানো এবং স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে শেখ রাসেল পদক প্রদান করা হয়। শেখ রাসেল পদক ২০২২ প্রাপ্তদের তালিকা (মোট ০৯জন ব্যক্তি ও ২টি প্রতিষ্ঠান) নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নম্বর	ক্ষেত্র	নাম,পিতা ও মাতা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও শ্রেণি	বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	ছবি
১	শিক্ষা (ব্যক্তি)	ছালওয়া মেহরীন পিতাঃ আনোয়ারুল ইসলাম মাতাঃ নাসিমা ইসলাম জন্ম তারিখঃ ০১/০৯/২০০৪	প্রতিষ্ঠান: জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ,সিলেট শ্রেণিঃ দ্বাদশ বর্তমানে অধ্যয়নরত প্রতিষ্ঠানঃ হুইটওয়ার্থ বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াশিংটন, ইউএসএ (USA)	স্থায়ী ঠিকানাঃ লেকসিটি ১৩/এ, নেহরিপারা, আখালিয়া, মদিনা মার্কেট, সিলেট সদর, সিলেট।	
২	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (ব্যক্তি)	আহম্মদ আল জুবায়ের আনাম পিতাঃ মোঃ রেজাউল করিম মন্ডল মাতাঃ আবিদা সুলতানা জন্ম তারিখঃ ১৭/০৪/২০০৫	প্রতিষ্ঠান: নটরডেম কলেজ,ঢাকা শ্রেণিঃ দ্বাদশ	বর্তমান ঠিকানাঃ ৫/১/এ কবি জসীম উদ্দিন রোড, কমলাপুর, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানাঃ হরিনাথপুর, মহিপুর বাজার, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা।	
৩	ক্রীড়া (ব্যক্তি)	মাইশা হোসেন খান পিতাঃ ইকবাল হোসাইন মাতাঃ ফাতেমা খান জন্ম তারিখঃ ৩১/০৮/২০০৮	প্রতিষ্ঠান: জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ,সিলেট শ্রেণি: দশম	বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম: মোহাম্মদপুর আ/এ, পোস্ট: ইসলামপুর, পোস্ট কোড: ৩১০০, ইউনিয়ন: ৪নং খাদিমপাড়া, উপজেলা: সিলেট সদর, জেলা: সিলেট।	

ক্রমিক নম্বর	ক্ষেত্র	নাম,পিতা ও মাতা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও শ্রেণি	বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	ছবি
৪	প্রতিভাবান বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু-কিশোর (ব্যক্তি)	আনুষ্কা বিনতে মোশারফ স্নেহা পিতাঃ মোঃ মোশারফ হোসেন মাতাঃ সামছুন নাহার স্নিগ্ধা জন্ম তারিখঃ ২৬/১০/২০০৫	প্রতিষ্ঠান: ফাতেমা মতিন মহাবিদ্যালয়,ভোলা শ্রেণি: একাদশ	বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানাঃ শরীফপাড়া, পৌরসভা ০৫নং ওয়ার্ড, চরফ্যাশন পৌরসভা, চরফ্যাশন, ভোলা।	
৫	শিল্পকলা ও সংস্কৃতি (ব্যক্তি)	ব্রততী রায় পিতাঃ বিপ্লব কুমার রায় মাতাঃ মিতা রায় জন্ম তারিখঃ ০৮/১০/২০০৪	প্রতিষ্ঠান: সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ,খুলনা শ্রেণি: দ্বাদশ	বর্তমান ঠিকানাঃ ৯/২, হাজী মহসিন রোড, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা। স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম - রঘুদত্তকাঠি, মসনী, কচুয়া, বাগেরহাট।	
৬	শিল্পকলা ও সংস্কৃতি (ব্যক্তি)	শৈশব সিংহ পিতাঃ শ্যামল কুমার সিংহ মাতাঃ সুচন্দা সিনহা জন্ম তারিখঃ ১৯/০৩/২০০৭	প্রতিষ্ঠান: দি ফ্লাওয়ার্স কে জি এন্ড হাই স্কুল, মৌলভীবাজার শ্রেণি: দশম	বর্তমান ঠিকানাঃ ৩৩৫/৩ মোহিত মঞ্জিল, উত্তর কলিমাবাদ, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার। স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ তিলকপুর, ডাক ও উপজেলাঃ কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।	
৭	ক্ষুদে প্রোগ্রামার (ব্যক্তি)	কাজী নাদিদ হোসেন পিতাঃ কাজী জাহাঙ্গীর হোসেন মাতাঃ মিসেস আসমা জন্ম তারিখঃ ৩০/০৬/২০০৮	প্রতিষ্ঠান: খুলনা জিলা স্কুল, খুলনা শ্রেণি: দশম	বর্তমান ঠিকানাঃ বাড়ি/রাস্তা/গ্রামঃ ৪৯, সিমেট্রি রোড, কালাম সাহেবের বাড়ি, ৫ম তলা, ডাকঘর + উপজেলা: খুলনা সদর, জেলা:খুলনা স্থায়ী ঠিকানাঃ চৌদ্দবুড়িয়া, কাজীবাড়ি, নলছিটি, ঝালকাঠি	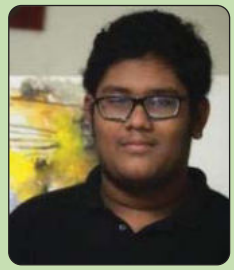

ক্রমিক নম্বর	ক্ষেত্র	নাম,পিতা ও মাতা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও শ্রেণি	বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	ছবি
৮	ক্ষুদে উদ্ভাবক (ব্যক্তি)	তাহের মাহমুদ তারিফ পিতাঃ মোঃ আব্দুস ছালাম মাতাঃ তসলিমা খাতুন জন্ম তারিখঃ ২৯/০৫/২০০৬	প্রতিষ্ঠান: ঈশ্বরদী সরকারি কলেজ,পাবনা শ্রেণি: একাদশ	বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানাঃ বাড়ি/রাস্তা/গ্রামঃ মশুরিয়া পাড়া বকুলের মোড়, ডাকঘর: ঈশ্বরদী, উপজেলাঃ ঈশ্বরদী, জেলাঃ পাবনা ।	
৯	ক্ষুদে লেখক (ব্যক্তি)	লামইয়া জাহান এশা পিতাঃ মোঃ ফারুক হোসেন মাতাঃ মমতাজ পারভীন জন্ম তারিখঃ ২২/১১/২০০৪	প্রতিষ্ঠান: বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ,ঢাকা শ্রেণি: দ্বাদশ	বর্তমান ঠিকানাঃ ৪২/১১, মনেশ্বর রোড, হাজারীবাগ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা স্থায়ী ঠিকানাঃ ভুইঘর, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ	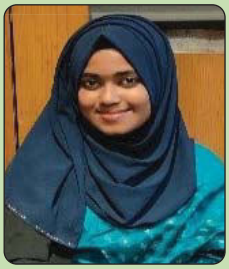

ক্রমিক নম্বর	ক্ষেত্র	প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আবেদনকারীর নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	ছবি
১০	ডিজিটাল স্কুল (প্রতিষ্ঠান)	কাজী শামীম ফরহাদ অধ্যক্ষ	ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ	ওয়েবসাইটঃ http://www.drmc.edu.bd ঠিকানাঃ মোহাম্মদপুর, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।	
১১	ডিজিটাল এক্সিলেন্স (প্রতিষ্ঠান)	মোহাম্মদ কামরুল হাসান জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা	জেলা প্রশাসন,কুমিল্লা	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা	

জাতীয় সেমিনার আয়োজনঃ

১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখ বিকাল ০২:৩০ টায় হল অব ফেম, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি), ঢাকা-তে ভার্চুয়াল ও ভৌত কাঠামোর সংমিশ্রণে "শেখ রাসেলের নির্মম হত্যাকান্ডঃ ন্যায় বিচার, শান্তি ও প্রগতির পথে কালো অধ্যায়" শীর্ষক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মোঃ মশিউর রহমান, উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সাকি খোন্দকার, সিওও, সূচনা ফাউন্ডেশন ও অধ্যাপক ড. তানিয়া হক, পরিচালক, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ। সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন মিজ মিথিলা ফারজানা, সাংবাদিক ও উপস্থাপক।

চিত্রঃ জাতীয় সেমিনার আয়োজন

কনসার্ট ফর পিস এন্ড জাস্টিস

চিত্র: কনসার্ট ফর পিস এন্ড জাস্টিস

চিত্র: কনসার্ট ফর পিস এন্ড জাস্টিস

চিত্রঃ মাঠ পর্যায়ে শেখ রাসেল দিবস ২০২২ আয়োজন (চট্টগ্রাম)

চিত্রঃ মাঠ পর্যায়ে শেখ রাসেল দিবস ২০২২ আয়োজন (চট্টগ্রাম)

চিত্রঃ মাঠ পর্যায়ে শেখ রাসেল দিবস ২০২২ আয়োজন (ঠাকুরগাঁও)

চিত্রঃ মাঠ পর্যায়ে শেখ রাসেল দিবস ২০২২ আয়োজন (ঠাকুরগাঁও)

চিত্রঃ মাঠ পর্যায়ে শেখ রাসেল দিবস ২০২২ আয়োজন (যশোর)

চিত্রঃ মাঠ পর্যায়ে শেখ রাসেল দিবস ২০২২ আয়োজন (যশোর)

ক্রোড়পত্র

প্রগতিশীল প্রযুক্তি
অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতি
দক্ষ মানবসম্পদ
২০ লক্ষের
কানেক্টিং বাংলাদেশ
ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন
CCA
www.ictd.gov.bd | www.doict.gov.bd | ictdivisionbd | departmentofict

১০.৩ ৫ম বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড ২০২২

আয়োজক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

Department of Robotics and Mechatronics Engineering

BDOSN

পৃষ্ঠপোষক

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

সারসংক্ষেপ

২০১৮ সাল থেকে শুরু হওয়া আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দলের সাফল্যগাথা প্রতিবছর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৯ সালে দ্বিতীয় বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড থেকে নির্বাচিত ১৫ সদস্যের দল ২০১৯ সালের ১৬-২০ ডিসেম্বর তারিখে থাইল্যান্ডের চিয়াংমাই শহরে আয়োজিত ২১তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে। ২০১৮ সালের সফলতাকে ছাড়িয়ে বাংলাদেশ দল ১টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য, ৬টি তাম্রসহ মোট ১০টি পদক অর্জন করে। উল্লেখ্য ২১তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশ নেয়া দেশেগুলোর মধ্যে মাত্র ৬টি দেশ স্বর্ণ পদক অর্জন করে। এরপর ২০২০ সালে তৃতীয় বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড থেকে নির্বাচিত ১৯ সদস্যের বাংলাদেশ দল দক্ষিণ কোরিয়া থেকে অনলাইনে নিয়ন্ত্রিত ২২তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে ২টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য, ছয়টি তাম্রসহ মোট ১১টি পদক অর্জন করে নেয়।তারই ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালে চতুর্থবারের মতো বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড আয়োজিত হয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে চতুর্থ বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড অনলাইনে আয়োজন করা হয়। অনাবাসিক ক্যাম্প থেকে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে নির্বাচিত করা হয় ১৬ সদস্যের আন্তর্জাতিক রোবট দল। ২৩তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দল অনলাইনে অংশগ্রহণ করে ৪টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য, ৫টি তাম্রসহ মোট ১৫টি পদক অর্জন করে। কোভিড পরিস্থিতির কারণে ৩য় ও ৪র্থ বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড পরপর অনলাইনে হওয়ার পর ২৫-২৬ অক্টোবর ২০২২-এ ৫ম বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে আয়োজিত হয়। এই বছরের নির্ধারিত থিম ছিল Smart City। জাতীয় পর্যায়ের বিজয়ীদের নিয়ে একটি নির্বাচনী আবাসিক ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। আবাসিক ক্যাম্পের পারফর্মেন্সের ভিত্তিতে ১৪ সদস্যের আন্তর্জাতিক দল নির্বাচিত করা হয় । ১২ জানুয়ারির ২০২৩-এ শুরু হয় ২৪তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড থাইল্যান্ডের ফুকেট শহরে। ১২-১৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ দল অংশগ্রহণ করে। সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে ২৪তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে একটি স্বর্ণ, দুটি রৌপ্য, দুটি তাম্র এবং আটটি টেকনিক্যাল পদক অর্জন করে বাংলাদেশ দল।

উল্লেখ্য, ৫ম বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি বিভাগ পৃষ্ঠপোষকতায় এবং যৌথ আয়োজক ছিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিকস অ্যান্ড মেকাট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ।

বাংলাদেশ দলের সদস্যদের নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করে মাকসুদুল আলম বিজ্ঞানাগার (ম্যাসল্যাব) এবং ঢাকা রোবটিকস অ্যান্ড মেকাট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ।

আঞ্চলিক একটিভেশনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী: ৬৪টি জেলায় মোট ৭১৩২ জন

জাতীয় পর্বে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী: ১০২৪ জন

৫ম বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড: ২৫-২৬ অক্টোবর ২০২২

আন্তর্জাতিক দল নির্বাচনী অনাবাসিক ক্যাম্প: ৩-৪ নভেম্বর ২০২২

আন্তর্জাতিক দল প্রস্তুতকরণ অনাবাসিক ক্যাম্প: ১৮ নভেম্বর ২০২২; ১৭, ১৮, ২৬, ২৭ ডিসেম্বর ২০২২; ৭, ৮ জানুয়ারি ২০২৩

২৪ তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড: ১২-১৫ জানুয়ারি, ফুকেট, থাইল্যান্ডের

২৪ তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দলে প্রতিযোগীর সংখ্যা: ১৪ জন

২৪ তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দলের সাফল্য: ১টি স্বর্ণ পদক, ২টি রৌপ্য, ২টি তাম্র ও ৮টি কারিগরি পদকসহ মোট ১৩টি পদক

পটভূমি

২০১৭ সালে চীনে অনুষ্ঠিত ১৯তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ প্রথম একজন পর্যবেক্ষককে প্রেরণ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপির উৎসাহে এই পর্যবেক্ষককে পাঠানো হয় একই বছরে বাংলাদেশ এই অলিম্পিয়াডের সদস্যপদ প্রাপ্ত হয়। এরপর ২০১৮ সালে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড আয়োজিত হয়। ১ম বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড থেকে নির্বাচিত ৮ সদস্যের দল ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত ২০তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশ নেয় ১৫-১৯ ডিসেম্বর ফিলিপাইনের ম্যানিলাতে। ১ম বারে বাংলাদেশ দল অংশ নেয় জুনিয়র ও চ্যালেঞ্জ গ্রুপের তিনটি ক্যাটাগরিতে - রোবট গ্যাদারিং, রোবট ইন মুভি এবং ক্রিয়েটিভ ক্যাটাগরিতে । ১ম বার অংশ নিয়েই বাংলাদেশ দল একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তৈরি করে ১টি স্বর্ণ, ২টি হাইলি রিকোমেন্ডেট ও ১টি টেকনিক্যাল পদক লাভ করে। ২০১৯ সালে দ্বিতীয় বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড থেকে নির্বাচিত ১৫ সদস্যের দল ২০১৯ সালের ১৬-২০ ডিসেম্বর থাইল্যান্ডের চিয়াংমাই শহরে আয়োজিত ২১তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে। ২০১৮ সালের সফলতাকে ছাড়িয়ে বাংলাদেশ দল ১টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য, ৬টি তাম্র মোট ১০টি পদক অর্জন করে। উল্লেখ্য ২১তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে ১৪টি দেশের মধ্যে ৬টি দেশ স্বর্ণ পদক অর্জন করে ক্রিয়েটিভ ক্যাটাগরিতে জুনিয়র গ্রুপে মোনামি দলের মীর উমাইমা হক, আবরার শহীদ রাহিক স্বর্ণপদক জিতেন। এরপর ২০২০ সালে করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় অনলাইনে ২২তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয় অনলাইনে । এই অলিম্পিয়াড দক্ষিণ কোরিয়া থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় অনলাইনে। ২০১৯ সালের সফলতাকে অতিক্রম করে ২০২০ সালে বাংলাদেশ দল ২টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য, ৫টি তাম্র ও ৬টি কারিগরি পদক অর্জন করে নেয়। ২০২১ সালে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে অনলাইনে নিয়ন্ত্রিত ২৩তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দল ৪টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য, ৬টি তাম্র ও ৪টি কারিগরি পদক অর্জন করে নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালে থাইল্যান্ডের ফুকেট শহরে হওয়া ২৪ তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দল ১টি স্বর্ণ পদক, ২টি রৌপ্য, ২টি তাম্র ও ৮টি কারিগরি পদক সহ মোট ১৩টি পদক অর্জন করে।

রোবটিকস কুইজের বাছাই পর্ব

রোবটিকস কুইজের বাছাই পর্ব ১৯ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭ টায় অনলাইন প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয় ।প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য সকল রোবটিকস কুইজ প্রতিযোগীর কাছে ই-মেইলে কুইজের একাউন্টের বিস্তারিত জানিয়ে দেয়া হয়। সারাদেশ থেকে ১০২৪ জন শিক্ষার্থী রোবটিকস কুইজের বাছাই পর্ব -এ অংশগ্রহণ করে । বাছাই পর্বে নিবার্চিত শিক্ষার্থীদের জাতীয় পর্বে মূল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় ।

বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড ২০২২ এর জাতীয় পর্ব

২৪ তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডের জন্য বাংলাদেশ দল নির্বাচনের লক্ষ্যে দেশে পঞ্চমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড (বিডিআরও-২০২২) এর জাতীয় পর্ব। এইবার জাতীয় পর্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র- এ আয়োজন করা হয়। ২৫-২৬ অক্টোবর ২০২২-এ জাতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। দেশের ৮ বিভাগের ৬৪ জেলার ৭ থেকে ১৮ বছর বয়সী ১০২৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। জুনিয়র এবং চ্যালেঞ্জ এই দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে প্রতিযোগীরা ক্রিয়েটিভ ক্যাটাগরি, রোবট ইন মুভি, রোবট গ্যাদারিং ও রোবটিক কুইজ ও রোবটিকস কুইক কুইজ এই পাঁচটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। জাতীয় পর্বে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা মোট পাঁচটি ক্যাটাগরিতে অংশ নেয় --

১। ক্রিয়েটিভ ক্যাটাগরি

ক্রিয়েটিভ ক্যাটাগরি প্রতিযোগিতাটি ২৫ অক্টোবর ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। সারাদেশ থেকে মোট ৫৬ টি দল অংশগ্রহণ করে এ প্রতিযোগিতায়। ৪০ জন রোভার আর সাথে ২৫ জন সেবক দল সকাল ৮:৩০ থেকে শুরু হওয়ার প্রতিযোগিতা বিকাল ৪টা পর্যন্ত পরিচালনা করেন।

২। রোবটিক কুইজ

১৯ অক্টোবর ২০২২ -এ অনলাইনে রোবটিকস কুইজের বাছাই পর্বের মাধ্যমে রোবটিক কুইজ প্রতিযোগিতার জন্য সারা দেশ থেকে ৫০০ শিক্ষার্থীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রতিযোগিতাটি ২৫ অক্টোবর বিকাল ৩:০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ মিনিটের এই প্রতিযোগীটি নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াডের একাডেমিক রোভারটিম।

৩। ফিজিক্যাল কম্পিউটিং

ফিজিক্যাল কম্পিউটারিং প্রতিযোগিতাটি ২৫শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। সারাদেশ থেকে মোট নয়টি দল এতে অংশগ্রহণ করে। চারজন রোভার এই প্রতিযোগিতা সকাল নয়টা থেকে পরিচালনা করেন।

৪। রোবট ইন মুভি

রোবট ইন মুভি প্রতিযোগিতাটি ২৬ শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশ থেকে ৪০ টি দল অংশগ্রহণ করে এ প্রতিযোগিতায়। সকাল ৯টায় শুরু হওয়া এ প্রতিযোগিতা চলে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াডের রোভারসহ একজন সুপারভাইজার এই প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে।

৫। রোবট গ্যাদারিং

রোবট গেদারিং প্রতিযোগিতাটি ২৬ শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় সারা দেশ থেকে মোট ৩৭টি টিম এই প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করে সকাল ৯ টায় শুরু হওয়া এ প্রতিযোগিতাটি দুপুর ১২:৩০ পর্যন্ত পরিচালনা করা হয় ১০ জন এবং একজন সুপারভাইজার সহ ১১ জন স্বেচ্ছাসেবক এই প্রতিযোগিতাটি পরিচালনা করেন।

চিত্র: উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি সহ অন্যান্য অতিথিগণ

ছবিতে ২৪তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দলের ৪টি দল

২৪তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দলের সাফল্য

পূর্ববর্তী বছরগুলোর সফলতাকে ধারাবাহিকতায় ২৪তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে ১৪ সদস্যের বাংলাদেশ দল অংশ নিয়ে অর্জন করে ১টি গোল্ড, ২টি রৌপ্য, ২টি তাম্র ও ৮টি কারিগরি পদক সহ মোট ১৩টি পদক।থাইল্যান্ডের ফুকেট শহরে গত ১২-১৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে সারা পৃথিবীর প্রায় ১৫০০ ক্ষুদে রোবটবিদ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণ করে। আজ ১৬ জানুয়ারি সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। রোবট ইন মুভির চ্যালেঞ্জ গ্রুপে স্বর্ণ পদক অর্জন করেছে টিম অ্যাফিসিয়েনাদোসের সদস্য মাইশা সোবহান মুনা, সামিয়া মেহনাজ ও মার্জিয়া আফিফা পৃথিবী। রোবট ইন মুভির জুনিয়র গ্রুপে রৌপ্য মেডেল অর্জন করেছে রোবোস্পারকার্স টিমের সদস্য জাইমা যাহিন ওয়ারা, মাহরুজ মোহাম্মদ আয়মান ও শবনম খান। অপরদিকে ক্রিয়েটিভ ক্যাটাগরির চ্যালেঞ্জ গ্রুপে রৌপ্য মেডেল অর্জন করেছে জিরোথ টিমের সদস্য নুসাইবা তাজরিন তানিশা, সাদিয়া আনজুম পুষ্প ও বি এম হামীম।

তাম্র মেডেল অর্জন করেছে যথাক্রমে রোবট ইন মুভির চ্যালেঞ্জ গ্রুপে জিরোথ টিমের সদস্য নুসাইবা তাজরিন তানিশা, সাদিয়া আনজুম পুষ্প ও বি এম হামীম, রোবোটাইগার্স টিমের সদস্য নাশীতাত যাইনাহ্ রহমান ও কাজী মোস্তাহিদ লাবিব।

টেকনিক্যাল মেডেল অর্জন করেছে যথাক্রমে ক্রিয়েটিভ ক্যাটাগরির জুনিয়র গ্রুপে রোবোস্পারকার্স টিমের সদস্য জাইমা যাহিন ওয়ারা, মাহরুজ মোহাম্মদ আয়মান ও শবনম খান, ক্রিয়েটিভ ক্যাটাগরির চ্যালেঞ্জ গ্রুপে রোবোটাইগার্স টিমের সদস্য নাশীতাত যাইনাহ রহমান, কাজী মোস্তাহিদ লাবিব ও আবরার শহীদ, এক্সফ্যানাটিক টিমের সদস্য মাহির তাজওয়ার চৌধুরী, রোবট ইন মুভির চ্যালেঞ্জ গ্রুপে টিম এক্সফ্যানাটিকের সদস্য মাহির তাজওয়ার চৌধুরী ও আবরার শহীদ, ফিজিক্যাল কম্পিউটিং ক্যাটাগরিতে জিরোথ টিমের সদস্য নুসাইবা তাজরিন তানিশা ও মার্জিয়া আফিফা পৃথিবী, এফপিভি রেসিং সিমুলেটর ক্যাটাগরিতে মাহির তাজওয়ার চৌধুরী, এনার্জি সেভিং ক্যাটাগরিতে মোঃ ওমর করিম, কার্ট রোলিং ক্যাটাগরিতে মোঃ ওমর করিম এবং রোবট গ্যাদারিং ক্যাটাগরিতে মোঃ ওমর করিম।

স্বর্ণ পদক জয়ীরা

পদকজয়ী বাংলাদেশ দল

স্বর্ণপদকজয়ী বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড দলকে এয়ারপোর্টে বরণঃ

১৭ জানুয়ারি মধ্যরাতে ২৪তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করা বাংলাদেশ দল থাইল্যান্ডের ফুকেট শহর থেকে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। ১৪ সদস্যের বাংলাদেশ দল ও তাদের মেন্টর মিশাল ইসলামকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেয়া বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াডের প্রতিনিধিগণ ।

উল্লেখ্য বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড দল ২৪তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে ১টি গোল্ড, ২টি রৌপ্য, ২টি তাম্র ও ৮টি টেকনিক্যাল মেডেল মিলিয়ে মোট ১৩টি পদক অর্জন করেছে।

২০২২ সালে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে

ছবিতে ২৪তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী দলকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ রোবট দল পূর্বের বছরের সাফল্যকে ধারাবাহিক রেখেছে। আশা করা যায় পরবর্তী বছরগুলিতে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে রোবট তৈরীর ব্যাপারে আরও আগ্রহ ছড়িয়ে দেয়া যাবে। এ বছর আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দল শুধুমাত্র ছয়টি প্রতিযোগিতা অংশ নিতে পেরেছে। এর প্রধান কারণ, অন্য প্রতিযোগিতাতে অংশ নেওয়ার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন মূল্যবান রোবোটিক কিটসেট, যা না থাকায় সেইসব প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দলের অংশ নেয়া সম্ভব হয়নি। পরবর্তী বছরগুলোতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির জন্য প্রয়োজনীয় রোবটিক্স কিটসেট গুলো পাওয়া গেলে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ পূর্বের ন্যায় আরো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে প্রতি বছরে বিশ্ব অঙ্গনে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করতে থাকবে বাংলাদেশ রোবট দল।

১১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রকল্প (চলমান ও প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ)

আইসিটি অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	সময়কাল	মন্তব্য
১	শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য়পর্যায়)	জুলাই, ২০২০ - জুন, ২০২৩	
২	হার পাওয়ার প্রকল্প: প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	জুলাই, ২০২২ - জুন, ২০২৫	
৩	Establishing Digital Connectivity (EDC)	ডিসেম্বর, ২০২১ - নভেম্বর, ২০২৫	

প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ (ডিপিপি ও ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি চলমান)

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জসমূহ	বাজেট (কোটি টাকায়)	প্রস্তাবিত বাস্তবয়নকাল
১	বঙ্গভবন আর্কাইভ ও মিডিয়া তথ্য ব্যবস্থাপনা	উক্ত প্রকল্পটি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের RADP তে অর্ন্তভুক্তকরণ করা হয়েছে। তোশাখানা জাদুঘর পরিদর্শনপূর্বক তার তথ্য ডিপিপিতে সংযোজিত হয়েছে। এছাড়াও উক্ত প্রকল্পের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিতকরণ ও নির্দেশনা গ্রহণের জন্য গত ১৪/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে আইসিটি বিভাগ হতে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৯/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে উক্ত প্রকল্পের পদ/জনবল সংখ্যা নির্ধারণের জন্য অর্থবিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা) মহোদয়ের সভাপতিত্বে	উক্ত প্রকল্পের জন্য গঠিত কারিগরি কমিটি হতে আইটি equipment, Deepfake, টিয়ার-২ ডাটা সেন্টার এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে মতামত প্রয়োজন। এছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে মতামত গ্রহণ করতে হবে।	৪৮.৫১	জুলাই ২০২৩ - ডিসেম্বর ২০২৫

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জসমূহ	বাজেট (কোটি টাকায়)	প্রস্তাবিত বাস্তবয়নকাল
		আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রকল্পের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত গ্রহনের জন্য গত ০৬ জুলাই, ২০২৩ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা মোতাবেক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডাটা সেন্টার কোম্পানি লি. এর সাথে ওয়েব হোস্টিং বিষয়ক সভা হয়েছে।			
২	ডিজিটাল অপর্চুনিটি ফর ইয়ুথ প্রকল্প	প্রকল্পের পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ০১ জুলাই, ২০২৩ তারিখ সনদপত্র যাচাইকরণ কম্পোনেন্টের আওতায় DIKKHA Project অংশীজনের সাথে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে।	পুনর্গঠিত ডিপিপি পুনরায় আইসিটি বিভাগে প্রেরণ	৪২.৪১	জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৫
৩	Accelerating and Capacity Development of Digital Content Industry in Bangladesh প্রকল্প	আইসিটি বিভাগের প্রকল্প যাচাই-বাছাই কমিটির ১ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক “দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ডিজিটাল কনটেন্ট শিল্প সমৃদ্ধকরণ” প্রকল্পের ডিপিপি পুনঃসংশোধন করে ৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে আইসিটি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের জনবল প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণের নিমিত্ত গত ২৭ ডিসেম্বর আইসিটি বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি আইসিটি বিভাগ হতে পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থবিভাগে প্রেরণ করা প্রয়োজন। সেইলক্ষ্যে সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।	৪৭৪.২২	জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৭
৪	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প প্রণয়ন সংক্রান্ত	▪ গত ৩০ মে, ২০২৩ তারিখে IIFC হতে প্রকল্পের চূড়ান্ত সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। ▪ প্রকল্পের ডিপিপির একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। ▪ প্রকল্পটি এডিপি সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে গত ১১ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে আইসিটি বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ▪ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও NCTB সাথে অত্র অধিদপ্তরের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের নিমিত্তে সংস্থাদ্বয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	১। IIFC হতে Final Feasibiltiy Study রিপোর্ট প্রাপ্তি ২। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও NCTB এর সহিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর কার্যক্রম সম্পাদন	১০৬৯.১২	জুলাই ২০২৩ – জুন ২০২৬

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জসমূহ	বাজেট (কোটি টাকায়)	প্রস্তাবিত বাস্তবয়নকাল
৫	Digitalization of Island, Beel and Haor area (DIBH)	প্রকল্পের Feasibility Study কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। DPP প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।	এই প্রকল্পের চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তি নির্বাচন, অন্য প্রকল্পের সাথে নির্ভশীলতা, সিস্টেম ইন্টিগেশন, মাল্টিপোল স্টেক হোল্ডার সহ প্রকল্প এলাকায় সমরূপ কার্যক্রম ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন উল্লেখযোগ্য।	১০০৮.০০	জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৬
৬	Smart Service Point	• আইসিট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ সভা ও মতামত গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। • খসড়া নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। • SSP ও SISP রেজিস্ট্রেশন মডিউল, লগইন মডিউল ও প্রোফাইল ব্যবস্থাপনা মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। ডেটাবেজ ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে। টেস্ট সার্ভার তৈরী করা হয়েছে। • ডোমেইন ক্রয় ও হোস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। • গত ২৯/০৫/২০১৩ খ্রি. তারিখে স্টেকহোল্ডারদেরকে নিয়ে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে। • আগামী ১৩/০৬/২০১৩ খ্রি. তারিখে স্টেকহোল্ডারদেরকে নিয়ে আইসিটি বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে আরোও একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হবে। আইসিটি বিভাগে প্রতিমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক প্রকল্পটির ১ম ব্যাচ প্রশিক্ষণ ও পাইলটিং উদ্বোধন এর সম্ভাব্য তারিখ ২৩/০৬/২০১৩ খ্রি.।	• বাজেট প্রাপ্তি • এসএসপি সিস্টেম এর সাথে অন্যান্য সকল সরকারি দপ্তরের ই-সেবাসমূহ ইন্ট্রিগ্রেশন।	৪৯.৮৪	জুলাই ২০২৪- জুন ২০২৫

নতুন/ প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বিবরণ	সম্ভাব্য বাজেট (কোটি টাকায়)	প্রস্তাবিত বাস্তবয়নকাল
১	বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল আইসিটি একাডেমী	আইসিটি জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, প্রাতিষ্ঠানিকরণ এবং আইসিটি এক্সিলেন্স একাডেমি স্থাপনের মাধ্যমে টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা সম্পন্ন স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন।	৩৪৯৯.০০	জানুয়ারি ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৭
২	Earn++: Leveraging Freelance Opportunities for More Income and Freelancer Database	চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবিলায় নিত্য নতুন স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে টেকনোলজিকাল দক্ষতা অর্জন এবং তা ব্যবহারের মাধ্যমে সারা দেশে ৬৪ জেলায় ২,০০,০০০ জন দক্ষ ফ্রিল্যান্সার তৈরি করা।	৯০৪.৬০	জানুয়ারি ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৬
৩	স্মার্ট হেলথ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Smart Health Care Management System)	স্মার্ট হেলথ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ তৈরি, সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ মেডিসিন ইনভেন্টরি ও রোগী ব্যাবস্থাপনা সিস্টেম, অনলাইন এপয়েন্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, টেলিমেডিসিন সেবার বিস্তৃতি কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া তথা বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার প্রযুক্তিগত দক্ষতার উন্নতি সাধন।	৮০৫.০০	জুলাই ২০২৩-ডিসেম্বর ২০২৭ খ্রি.
৪	Specialized Cyber Security Center (SCSC) at 64 District ৬৪টি জেলায় বিশেষায়িত সাইবার সিকিউরিটি সেন্টার	বাংলাদেশের জেলা পর্যায়ে একটি সাইবার সিকিউরিটি সেন্টার স্থাপন দেশের সাইবার সিকিউরিটি নিরাপত্তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখবে। সাইবার নিরাপত্তা কেন্দ্র সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রের জন্য একটি পরিষেবা হিসাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামোর দুর্বলতা বিশ্লেষণ (Vulnerability Analysis), অনুপ্রবেশ পরীক্ষা (Penetration Testing) এবং SOC(Security Operations Center) সহ বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করতে করবে। সাইবার সিকিউরিটি সেন্টার বিভিন্ন সাইবার আক্রমণের সম্ভাব্য সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং হুমকি চিহ্নিতকরণ এবং প্রশমিত করার জন্য কাজ করবে।	৫৩৬১.০০	জুলাই ২০২৩-ডিসেম্বর ২০২৬

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বিবরণ	সম্ভাব্য বাজেট (কোটি টাকায়)	প্রস্তাবিত বাস্তবয়নকাল
৫	Smart Office Management (SOM)	সরকারি সেবা প্রদানের জন্য নাগরিক বান্ধব ইকোসিস্টেম তৈরি করার মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মান করা। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।সরকারি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঝুকি, অব্যবস্থাপনা এবং হয়রানি হ্রাস করা।	257.00	জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৬
৬	Self-Employment Through IT Skill Training of National University Students (আইটি দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আত্ম -কর্মসংস্থান সৃষ্টি)	আইসিটি সম্পর্কিত অনলাইন চাকরির বাজারের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পেতে এবং মহিলাদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির পর্যাপ্ত জ্ঞান সম্পন্ন উদ্যোক্তা এবং দক্ষ কর্মী তৈরি করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।	২০০.৯১	জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৭
৭	Epidemiologic Models for Monitoring and Forecast of Infectious Diseases in Bangladesh (বাংলাদেশে সংক্রামক রোগের পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাসের সংক্রান্ত এপিডেমিওলজিক মডেল	তথ্য নির্ভর Intelligent Decision Support System (IDSS) এর মাধ্যমে সংক্রামক রোগ সম্পর্কে পুর্বাভাস দেয়া যা সরকারকে মহামারী সম্পর্কে প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করবে।	425.00	জানুয়ারি ২০২৪- ডিসেম্বর ২০২৬
৮	Enriching Mastery on 4IR Technologies of DoICT Officials (আইসিটি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লব প্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন)	চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অফিসারদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। এছাড়াও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের কর্মকর্তদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ যা ই-পরিসেবার টেকসই অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে ।	500.00 কোটি টাকায়	জানুয়ারি ২০২৪- ডিসেম্বর ২০২৬
৯	Smart Government Auction/Lease Management (স্মার্ট সরকারি নিলাম/লীজ ব্যবস্থাপনা)	সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিলাম/লীজ প্রক্রিয়াকে একটি একক অনলাইন প্লাটফর্মে একীভুত করে আগ্রহী ক্রেতাদের নিলাম/ লীজ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিতকরণ ও অংশগ্রহণ সহজিকরণ এবং নিলাম/ লীজ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।	৫০.০০ কোটি টাকায়	জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৭

১২ চলমান প্রকল্পসমূহ

১২.১ "হার পাওয়ার প্রকল্প (Her Power Project) : প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন)

হার পাওয়ার প্রকল্পঃ প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প

প্রকল্প/কর্মসূচি	
ক। প্রকল্প পরিচিতি	**নামঃ হার পাওয়ার প্রকল্প (Her Power Project):** প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন Her Power Project: Empowerment of Women Through ICT Frontier Initiative মেয়াদঃ ০১ জুলাই, ২০২২খ্রি. - ৩০ জুন, ২০২৫খ্রি. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়ঃ মোট: 250,02.52
খ। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	**উদ্দেশ্যঃ** তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোত্তম নিরাপদ ব্যবহার করে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও উদ্যোক্তা হিসাবে তাদের টেকসই ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। **লক্ষ্যমাত্রাঃ** ক) ৪৩টি জেলার সদর উপজেলাসহ মোট ৩টি উপজেলা ও রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাসহ মোট ১৩০ টি উপজেলায় তথ্য প্রযুক্তিতে নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে চারটি ক্যাটাগরিতে মোট ২৫,১২৫ জন নারীকে ০৫ (পাঁচ) মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান; IT Service Provider হিসেবে ১০,৪০০ জন; Women Freelancer হিসেবে ১০,৪০০ জন; Women Call Centre Agent হিসেবে ১,০৭৫ জন; Women E-commerce Professional হিসেবে ৩,২৫০ জন। খ) প্রশিক্ষণ শেষে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে ০১ (এক) মাসব্যাপী মেন্টরশীপ প্রোগ্রাম আয়োজন; গ) তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ২টি ও ৪৪টি জেলায় ১টি করে সর্বমোট ৪৬টি সেমিনার আয়োজন ও প্রচার; ঘ) সফল প্রশিক্ষণার্থীদের ল্যাপটপ ক্রয়ের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান; ঙ) ২৫,১২৫ জন নারীকে আইসিটি পেশাজীবী এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একটি একক নারী উদ্যোক্তা প্ল্যাটফরম তৈরি; চ) সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সাথে পার্টনারশীপ স্থাপন এবং চাকুরী মেলার আয়োজন।

প্রকল্প/কর্মসূচি	
গ। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি	ব্যক্তি পরামর্শক (SP-২৬ থেকে ৩০) এর ৬ (ছয়) জন এর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আউটসোর্সিং (SP-৩৪) এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সার্ভিস প্যাকেজ (SP-০১) এর আওতায় প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও মেন্টরশীপ গাইডলাইন প্রস্তুতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। ২৪ টি সার্ভিস প্যাকেজ (নারী আইটি সেবাদাতা SP-২ থেকে ৯), (নারী ফ্রিল্যান্সার SP-১০ থেকে ১৭), (নারী কল সেন্টার এজেন্ট SP-১৮ থেকে ২১) এবং (নারী ই-কমার্স প্রফেশনাল SP-২২ থেকে ২৫) এর কারিগরি প্রস্তাব মুল্যায়ন এবং আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরন সভা সম্পন্ন হয়েছে। অফিস আসবাবপত্র (GD-০১), কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (GD-০২), টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি (GD-০৩) এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (GD-০৪) ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে। সার্ভিস প্যাকেজ (SP-৩৫) এর আওতায় Vehicle ভাড়ার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সার্ভিস প্যাকেজ (SP-৩২) এর Monitoring Tool এর EOI ০৯/০৪/২০২৩ তারিখে গ্রহন করা হয়েছে এবং সংক্ষিপ্ত তালিকা মুল্যায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
ঘ। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত গুরুত্বপুর্ণ কার্যাবলির হাই ডেফিনেশন ছবি ক্যাপশনসহ	doictmuzahid@gmail.com & rasalmiaheco@gmail.com ই-মেইল এ সংযুক্ত করে দেওয়া হলো।

হার পাওয়ার প্রকল্পের গুরুত্বপুর্ণ কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন

হার পাওয়ার প্রকল্প, DoICT এবং CodersTrust এর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

হার পাওয়ার প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও মেন্টরশীপ গাডলাইন প্রস্তুতকরণ কর্মশালার একাংশ

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও মেন্টরশীপ গাডলাইন প্রস্তুতকরণ কর্মশালার একাংশ

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও মেন্টরশীপ গাডলাইন প্রস্তুতকরণ কর্মশালার একাংশ

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও মেন্টরশীপ গাডলাইন প্রস্তুতকরণ কর্মশালার একাংশ

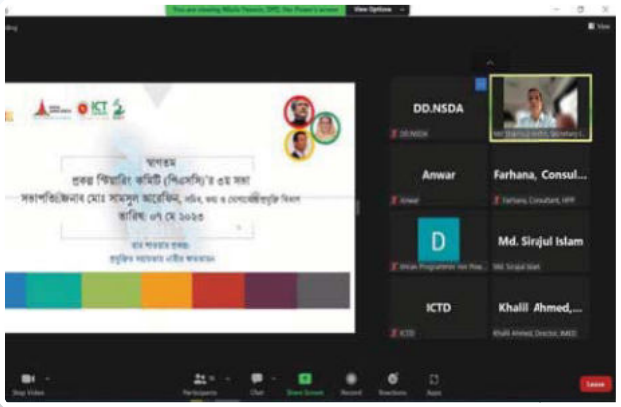

জুম এ অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভার একাংশ

১২.২ শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

www.sheikhrusseldigitallab.gov.bd

এক নজরে প্রকল্পের তথ্যাদি

প্রকল্পের নাম	শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	জুলাই ২০২০- জুন ২০২৪
প্রকল্প ব্যয়	৯৩৬.১৮৬৯ কোটি টাকা
প্রকল্প অর্থায়নের ধরণ	জিওবি
প্রকল্প এলাকা	সমগ্র বাংলাদেশ
একনেক কর্তৃক অনুমোদন	২৮ জুলাই ২০২০
একনেক কর্তৃক জিও ইস্যু	০৭ অক্টোবর

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ

প্রকল্পের লক্ষমাত্রা

১। প্রকল্পের আওতায় ৫০০০ টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের জন্য ল্যাপটপ ও আইটি সামগ্রী সরবরাহঃ

আইসিটি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন এবং আইসিটির নিত্য নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৫০০০ টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ল্যাবে ১৭ টি ল্যাপটপ, ১টি এলইডি স্মার্ট টিভি, ১ টি প্রিন্টার, ১ টি স্ক্যানার ও রাউটার সহ প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্ক কানেকশন স্থাপন করা হয়েছে।

২। শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহঃ

ল্যাবে শিক্ষা কার্যক্রমকে যুগোপোযুগী ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে শিক্ষকের জন্য ১ টি টেবিল ও ১ টি চেয়ার এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ১৭ টি টেবিল ও ৩৪ টি চেয়ার সরবরাহ করা হয়েছে। ল্যাবে শিক্ষার পরিবেশ সুনিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রতিটি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে ১ টি আলমারি, ৪ টি ডাস্টবিন সরবরাহ করা হয় এবং প্রতিটি ল্যাবকে ইন্টেরিয়র ডিজাইনের মাধ্যমে উজ্জ্বল, শিক্ষার্থী বান্ধব ও রঙ্গিন করে তোলা হয়।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এম.পি কর্তৃক কে, সি, আর জমিলা মজিবর রহমান উচ্চ

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এম.পি কর্তৃক গোয়ালমাঠ রসিকলাল মাধ্যমিক

৩। ৩০০ টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবকে শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচারে রূপান্তরঃ

শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধি এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের আইসিটিতে দক্ষতা বৃদ্ধি, ভাষা শিক্ষা সফটওয়্যারের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি, Netiquette ও Cyber Security বিষয়ে মানসম্মত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বে শিক্ষাক্ষেত্রের অনন্য উদাহরণগুলোকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় সারা দেশের ৩০০টি স্কুলকে স্মার্ট স্কুল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৩০০টি সংসদীয় আসন এলাকায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ৩০০ টি "শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচার" স্থাপন করা হয়। প্রতিটি শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচারে ৬ টি ইন্টার‍্যাক্টিভে স্মার্ট, ৫ টি ডিজিটাল হাজিরা মেশিন, ৪ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগসহ ওয়াইফাই রাউটার, প্রায় ১০০০ আইডি কার্ড ও ৩২ মডিউল সমৃদ্ধ "শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" সরবরাহ করা হয়েছে।

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্পে পরিচালক ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের ল্যাব পরিদর্শন

শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচারে স্থাপিত ইন্টার‍্যাক্টিভ স্মার্ট বোর্ড

৪। ৩৬,০২০ জন শিক্ষকের প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত মোট ৯০০১ টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবসমূহ" পরিচালনা, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিটি ল্যাব হতে ৪ জন করে মোট ৩৬,০২০ জন শিক্ষককে ১০ দিন মেয়াদে "আইসিটি ইন এডুকেশন লিটারেসি, ট্রাবলস্যুটিং ও মেইনটেন্যান্স" বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক শাকতলা উচ্চ বিদ্যালয়, সদর দক্ষিন, কুমিল্লা

"আইসিটি ইন এডুকেশন লিটারেসি, ট্রাবলস্যুটিং ও মেইনটেন্যান্স" বিষয়ক প্রশিক্ষণে উপস্থিত শিক্ষকদের একাংশ

৫। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুতিঃ

প্রকল্পের আওতায় ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীর বিজ্ঞান ও গনিত বিষয়ের উপর বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ৪০০০টি ইন্টার‍্যাক্টিভ ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুতির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১। 4IR ল্যাব ও রোবটিক্স কর্নার স্থাপন:

শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচারসমূহকে সমৃদ্ধ করে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিত্য নতুন প্রযুক্তির রবোটিক্স ইন্সট্রুমেন্ট, থ্রিডি প্রিন্টার, কন্ট্রোলারসহ ভিআর হেডসেট, প্রোগ্রামেবল প্লেয়িং ডিভাইসের সমন্বয়ে প্রতিটি স্কুল অব ফিউচারে রোবটিক্স কর্ণার স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি স্কুল অফ ফিউচারে ২ সেট বেসিক রোবটিক্স ইন্সট্রুমেন্ট, ২ সেট এ্যাডভান্সড রোবটিক্স ইন্সট্রুমেন্ট, ১টি এডুকেশনাল ড্রোন, ১ টি থ্রিডি প্রিন্টার, ১ সেট এআর/ভিআর হেডসেট সরবরাহ করা হবে। প্রতিটি "শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার" -কে সমৃদ্ধকরণের জন্য একটি কক্ষে গতানুগতিক ধারা পরিহার করে লার্নিং স্পেস স্থাপন, আধুনিক, পুনঃবিন্যাস যোগ্য, স্থানান্তর যোগ্য, নান্দনিক ডিজাইনের আসবাবপত্র সরবরাহ ও ল্যাবকক্ষ রেনোভেশন ও ইন্টেরিয়র ডিজাইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে 4IR ল্যাব ও রোবটিক্স কর্নার স্থাপন করা হবে।

রোবটিক্স ইন্সট্রুমেন্ট (বেসিক)

রোবটিক্স ইন্সট্রুমেন্ট (এডভান্সড)

রোবটিক্স কর্ণারের থ্রিডি ভিউ

২। ২৭,০০০ জন শিক্ষার্থীকে পাইথন বিষয়ে প্রশিক্ষণঃ

সারাদেশের ৩০০টি "শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচার" এর প্রতিটি ল্যাব হতে ৯০ জন করে মোট ২৭,০০০ জন শিক্ষার্থীকে ১৫ দিন মেয়াদে "পাইথন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হবে।

৩। ফ্রন্টিয়ার টেকনোলোজি বিষয়ে ১,৮০০ জন শিক্ষকের প্রশিক্ষণঃ

ফ্রন্টিয়ার টেকনোলোজি বিষয়ে প্রতিটি শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচার হতে ৬ জন করে মোট ১,৮০০ জন শিক্ষককে ২১ দিন মেয়াদে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলোজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৪। ব্রিটিশ ইংলিশ ও আইসিটি বিষয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুতিঃ

শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে পাঠ্যক্রম ও এর বাইরের বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে ইন্টার‍্যাক্টিভ ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ও আইসিটি বিষয়ে ১৪০টি ইন্টার‍্যাক্টিভ ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুতির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫। কেন্দ্রীয় মনিটরিং ও সাপোর্ট সেন্টার স্থাপনঃ

সারাদেশে স্থাপিত সকল শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব কেন্দ্রীয় ভাবে পর্যবেক্ষণ, বিভিন্ন ধরণের প্রতিবেদন প্রস্তুতি, ল্যাব পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য আইসিটি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ১ টি কেন্দ্রীয় মনিটরিং ও সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করা হবে। কেন্দ্রীয় মনিটরিং ও সাপোর্ট সেন্টারের জন্য একটি কেন্দ্রীয় মনিটরিং ও সাপোর্ট সিস্টেম সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হবে। সফটওয়্যারটি পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রাথমিকভাবে ৫ জন সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার ৩ বছরের জন্য দায়িত্বরত থাকবে।

৬। আইসিটি অধিদপ্তর ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণদের প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

কেন্দ্রীয় মনিটরিং ও সাপোর্ট সেন্টারের আওতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের ১২০০ জন কর্মকর্তাগণকে TOT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এম.পি কর্তৃক কে, সি, আর জমিলা মজিবর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ সদরে স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব পরিদর্শন

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্পে পরিচালক ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের ল্যাব পরিদর্শন

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এম.পি কর্তৃক গোয়ালমাঠ রসিকলাল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কচুয়া, বাগেরহাটে স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব পরিদর্শন

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, লায়ন্স স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্পে পরিচালক ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের ল্যাব পরিদর্শন

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্পে পরিচালক ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের ল্যাব পরিদর্শন

১২.৩ ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন (Establishing Digital Connectivity)

বাংলাদেশ সরকারের 'ভিশন ২০২১' ছিল ডিজিটাল অর্থনীতি এবং সুষম বৃদ্ধির সাথে উত্তরোত্তর উন্নয়ন, যা সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ইতিমধ্যে সরকার 'রূপকল্প ২০৪১' ঘোষণা করেছে, যার মূল লক্ষ্যই হল স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে ডিজিটাল কানেকটিভিটি আবশ্যক। দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত কানেক্টিভিটি পৌঁছে দেয়াসহ একটি আইসিটি প্ল্যাটফর্ম স্থাপনের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক Establishing Digital Connectivity (EDC) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

ইডিসি প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে তোলা হবে আইসিটি অবকাঠামো এবং বাড়ানো হবে আইসিটির

ব্যবহার। সারাদেশে উপজেলা পর্যায়ে ৫৫৫টি জয় SET সেন্টার স্থাপন করা হবে। এছাড়া ১০,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপন করা হবে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ প্রান্তিক পর্যায়ের সরকারি প্রতিষ্ঠনে ১,০৯,২৪৪টি ব্রডব্যান্ড সংযোগ স্থাপন করা হবে। ফলে প্রান্তিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীসহ নাগরিকরা দ্রুত গতির ইন্টারনেট সেবার আওতাভুক্ত হবে। এতে প্রান্তিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীসহ সকলের তথ্য-প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে; উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষায়িত জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সর্বোপরি Civil Registration Vital Statistics (CRVS) সংশ্লিষ্ট সেবাসহ প্রশাসনিক কার্যক্রমে ই-গভর্ন্যান্স প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে।

ইডিসি প্রকল্পের আওতায় ১০টি গ্রামে ভিলেজ সেন্টার স্থাপন করে পর্যায়ক্রমে গ্রামগুলোকে স্মার্ট ভিলেজে রুপান্তর করা হবে। এতে শহরের পাশাপাশি গ্রামের মানুষও উন্নত দেশের সকল সুযোগ সুবিধা পাবে। প্রযুক্তি অবকাঠামো বৃদ্ধি, তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ ও আইসিটির যথাযথ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গ্রামের অর্থনীতির পরিধি বাড়বে, তৈরী হবে কর্মসংস্থান। বিশ্বের সাথে সংযুক্ত থেকে আরও কর্মমুখর হবে গোটা জাতি। প্রকল্পটি সার্বিক অর্থে সকল নাগরিকের জন্য ডিজিটাল সেবা গ্রহণ, জ্ঞানভিত্তিক দক্ষ সমাজ গঠন এবং কর্মসংস্থান ও নতুন কাজ সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

গত ২৩ নভেম্বর ২০২১ খ্রি. তারিখে প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি চীন সরকারের ঋণ সহায়তায় বাস্তবায়িত হবে। এটি বিগত ১৬ অক্টোবর, ২০১৬ সালে চীনের রাষ্ট্র প্রধানের বাংলাদেশে সফরকালে স্বাক্ষরিত ২৭টি অগ্রাধিকার প্রকল্পের মধ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী চীন সরকারের মনোনিত China Railway International Group(CRIG) এর সাথে গত ২৫ মে ২০২২ খ্রি. তারিখে প্রল্পের বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এক নজরে প্রকল্পের তথ্যাদি

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ডিজিটাল সংযোগ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	কৃষি ও চাষাবাদ	প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান	গবেষণাগার	নাগরিক সেবা	সরকার ও সক্ষমতা
এন্ড-ইউজার কানেটিভিটিঃ ৩৮৯৬২.২৬ লক্ষ টাকা	শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবঃ ১১২৭৭৪.৩৯ লক্ষ টাকা	ডিজিটাল ভিলেজঃ ২৫১১৫.৮১ লক্ষ টাকা	ডিজিটাল সেবা ও কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ ১১২৭৭৪.৩৯ লক্ষ টাকা	ভবিষ্যৎ শিল্প বিপ্লব কেন্দ্রঃ ৪৬৯৫৮.৭১ লক্ষ টাকা	নাগরিক নিবন্ধন ও গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানঃ ৪৪৫০৯.১৯ লক্ষ টাকা	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর টাওয়ারঃ ৬৯৬৯৫.০২ লক্ষ টাকা

ক.	**প্রকল্পের নাম**	:	**“ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন প্রকল্প”**
খ.	১) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ:	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
	২) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
গ.	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	ডিসেম্বর ২০২১ - নভেম্বর ২০২৫।
ঘ.	প্রকল্প ব্যয়	:	৫৮৮৩.৭৩৮৭ কোটি টাকা। (১০০%)
ঙ.	জিওবি	:	২৫০৫.১৬২২ কোটি টাকা (৪২.৫৮%)
চ.	প্রকল্প ঋণ	:	৩৩৭৮.৫৭৬৫কোটি টাকা (৫৭.৪২%) (৪০২.৬৯ মিলিয়ন USD)
ছ.	প্রকল্প এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ।
জ.	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	সরকারের সেবাসমূহকে ই-সেবায় রূপান্তরের মাধ্যমে জনগণের কাছে দ্রুত ও সহজে পৌঁছে দেয়া এবং সকল ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় আইসিটি অবকাঠামো স্থাপন।
ঝ.	একনেক কর্তৃক অনুমোদন	:	২১ নভেম্বর ২০২১
ঞ.	একনেক কর্তৃক জিও ইস্যু	:	৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২
ট.	আইসিটি বিভাগ কর্তৃক জিও ইস্যু	:	৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২

প্রকল্পের স্কোপসমূহ

জয় SET Center

১ম পর্যায়ের ৩০০টি উপজেলার মধ্যে “জয় SET Center” স্থাপনের নিমিত্ত দরপত্র আহবানের জন্য অদ্যবদি LGED কর্তৃক ৭৪টি উপজেলার APP অনুমোদিত হয়েছে, ই-জিপি-তে ৪৬টি উপজেলার দরপত্র আহবান করা হয়েছে, ২৪টি উপজেলার দরপত্র মূল্যায়ন পর্যায়ে রয়েছে, ১৫টি উপজেলায় NOA ইস্যু করা হয়েছে এবং ০৮টি উপজেলায় “জয় SET Center” এর নির্মাণ কাজের (বিরল; দিনাজপুর; গংগাছড়া, রংপুর; পত্নীতলা, নওগাঁ; আটঘরিয়া, পাবনা; গজারিয়া; মুন্সিগঞ্জ; বন্দর; নারায়ণগঞ্জ; ধোবাউড়া ও ভালুকা, ময়মনসিংহ) চুক্তি সম্পন্ন এবং কাজ শুরু হয়েছে।

ছবি: জয় SET Center

১৩ দেশিয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্বাক্ষর (এমওইউ)

চলমান সমঝোতা স্মারক সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	দপ্তর/সংস্থার নাম	MoU স্বাক্ষরের তারিখ ও মেয়াদ	MoU এর বিষয়
১.	খাদ্য অধিদপ্তর	২৯/১১/২০২০ - ২৯/১১/২০২৫	CAMS software এর ব্যবহার
২.	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক	নভেম্বর ২০১৬ – নভেম্বর ২০৬৬	জমি ইজারা চুক্তি
৩.	ইন্সটিটিউট অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড টেকনোলোজি (DU)	১১/০৪/২০২৩ – ৩১/১২/২০২৮	“DOY” প্রোজেক্টের আওতায় Certification Verification System তৈরিতে সহায়তা প্রদান
৪.	হার পাওয়ার প্রোজেক্ট	১১/০৪/২০২৩ – ৩১/১২/২০২৬	“DOY” প্রোজেক্টের আওতায় Certification Verification System তৈরিতে সহায়তা প্রদান
৫.	United International University (UIU)	১১/০৪/২০২৩ – ৩১/১২/২০২৮	“DOY” প্রোজেক্টের আওতায় Certification Verification System তৈরিতে সহায়তা প্রদান
৬.	DIKKHA Project	২৫/০৪/২০২৩-৩০/০৬/২০২৪	“DOY” প্রোজেক্টের আওতায় Certification Verification System তৈরিতে সহায়তা প্রদান
৭.	Coderstrust Bangladesh	০৫/০১/২০২৩ – ০৪/০১/২০২৬	অদক্ষ মানব সম্পদকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে আইসিটি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রদানে পারস্পরিক সহযোগিতা
৮.	UCEP	০১/০৬/২০২২ - ৩১/০৫/২০২৫	
৯.	BRAC Kumon	২৩/০১/২০২৩ -	শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপিত স্কুলে "Kumon method"-এ শিক্ষা প্রদানের সমঝোতা স্মারক
১০.	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর	১৪/১১/২০২২ – ১৩/১১/২০২৫	অফিস ভাড়া সংক্রান্ত
১১.	Coderstrust Bangladesh	২০/০৬/২০২৩-১৯/০৬/২০২৬	SRDL ল্যাব ব্যবহার করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের STEM শিক্ষা দেয়া
১২.	Nokrek IT Institute	১৭/০৭/২০২৩-১৬/০৭/২০২৬	অদক্ষ মানব সম্পদকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে আইসিটি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রদানে পারস্পরিক সহযোগিতা
১৩.	Techknowgram Limited	১৬/০৮/২০২৩-১৫/০৮/২০২৬	অদক্ষ মানব সম্পদকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে আইসিটি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রদানে পারস্পরিক সহযোগিতা
১৪.	Walton Digi-Tech Industries Limited	১৬/০৮/২০২৩-১৫/০৮/২০২৬	অদক্ষ মানব সম্পদকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে আইসিটি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রদানে পারস্পরিক সহযোগিতা
১৫.	বাংলাদশে সরকাররে জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার প্রকল্প (২য় সংশোধতি)	“বাংলাদশে সরকাররে জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার প্রকল্প (২য় সংশোধতি)”- প্রকল্প চলাকালীন সময় পর্যন্ত মেয়াদ থাকবে	“শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন” (SRDL) প্রকল্পের আওতায় থাকা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ‘বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন’ (DLC) এর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

১৪ সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ

১৪.১ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সুরক্ষা)

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সুরক্ষা)

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম [সুরক্ষা] - নাগরিক সেবা সহজিকরণের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন এর জন্য যোগ্য বাংলাদেশী নাগরিকদের একটি সুষ্ঠু ডিজিটাল সিস্টেমে তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অত্যন্ত সহজভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রম করা সম্ভব হচ্ছে। সরকারি জনবল ও সম্পদের সঠিক সমন্বয়ে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রস্তুতকৃত "সুরক্ষা" সিস্টেমটি যেমনিভাবে দেশের বিপুল অর্থ সাশ্রয় করতে সাহায্য করেছে তেমনিভাবে বৈদেশিক সফটওয়্যার প্রযুক্তির নির্ভরশীলতা কমাতে সক্ষম হয়েছে।

প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে বৈশ্বিক এই মহামারিতে কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রম "সুরক্ষা" সিস্টেমের মাধ্যমে অত্যন্ত সহজতর হয়েছে যা দেশ ও বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা দেশের ভাবমূর্তি বহির্বিশ্বের কাছে উজ্জ্বল করেছে।

ইতোমধ্যে প্রায় ১০ কোটি নাগরিক এই সিস্টেমে নিবন্ধনের মাধ্যমে ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন।

প্রেক্ষাপট

করোনাভাইরাস মহামারি বিশ্বকে পাল্টে দিয়েছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এরপর আস্তে আস্তে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ২০২০ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়লেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় এর হাত ধরে মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি এর অক্লান্ত পরিশ্রমে ডিজিটালি প্রস্তুত ছিল বলেই প্রযুক্তির সহায়তায় স্থবির হয়ে যায়নি বাংলাদেশের অর্থনীতি। চিকিৎসা, লেখাপড়া, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে প্রযুক্তির সহায়তায়।

ভ্যাকসিন বাংলাদেশে পৌঁছানোর পূর্বেই "জাতীয় কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কমিটি" আলোচনা করে কিভাবে এই টিকা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে প্রয়োগ করা হবে, কিভাবে সংরক্ষিত থাকবে তথ্য, কিভাবে পাওয়া যাবে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সম্পর্কিত নানাবিধ পরিসংখ্যান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস ও আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এনএম জিয়াউল আলম পিএএ এর নেতৃত্বে এবং জেলা প্রশাসক, ঢাকা মোঃ শহীদুল ইসলাম এর তত্ত্বাবধানে আইসিটি অধিদপ্তরের ৫জন প্রকৌশলীর দল নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় সরকারের কোন অর্থ ব্যয় ছাড়াই কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা"প্রস্তুত করে।

ছবি-মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, সিনিয়র সচিব আইসিটি বিভাগ, সিনিয়র সচিব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে "সুরক্ষা" উন্নয়ন অগ্রগতি নিয়ে বৈঠক

আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি মহোদয়ের সার্বিক দিক-নির্দেশনায় তৈরি হয় বিশ্বমানের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা", যা ইতোমধ্যে দেশে এবং বিদেশে বিপুল প্রশংসা অর্জন করেছে, যা ডিজিটাল বাংলাদেশের সক্ষমতাকে প্রমাণ করে, যা ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। নাগরিক নিবন্ধন ও ভ্যাক্সিন প্রদানসহ ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রমের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় "সুরক্ষা" সিস্টেমটি ব্যবহৃত হচ্ছে। গত ২০২১ সালের ২৫ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে সিস্টেমটি ব্যবহার এর জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

ছবি: ২৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে "সুরক্ষা" সিস্টেম আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা।

২৭শে জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ৭ই ফেব্রুয়ারি হতে এই সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশ ব্যাপী কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত সিস্টেমটির উন্নয়ন এবং পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একসাথে কাজ করে যাচ্ছে।

ছবি: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

"সুরক্ষা" এর উদ্দেশ্যসমূহ

- ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারপূর্বক সংশ্লিষ্ট সেবা ক্ষেত্রে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- সরকারি জনবলের মাধ্যমে সরকারি সেবার মান উন্নয়ন।
- শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণ পূর্বক কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম Online Self-Registration এর মাধ্যমে নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ।
- বৈদেশিক প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা কমানো।
- এই ডাটাবেজ ব্যবহার করে ভবিষ্যতে হেলথ ডাটাবেজ তৈরি করা।
- ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পর্যন্ত প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়া।

কার্যক্রম

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারপূর্বক সংশ্লিষ্ট সেবা ক্ষেত্রে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়। এই সিস্টেমের মাধ্যমে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণকারী সকল নাগরিকের একটি সচ্ছ ডাটাবেজ প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। পরবর্তীতে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যান এই ডাটাবেজ থেকে পাওয়া সম্ভব হবে।

ছবি: আলজাজিরা নিউজে বাংলাদেশের ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইন।

এই সিস্টেমের মাধ্যমে একজন নাগরিকের ভ্যাকসিনের জন্য নিবন্ধন, টিকা কার্ড সংগ্রহ, ভ্যাকসিন গ্রহণের তথ্য সংরক্ষণ এবং চূড়ান্তভাবে ভ্যাকসিন সনদ গ্রহণ করতে পারে যা পরবর্তীতে বিদেশ ভ্রমণে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

- ☑ চতুর্থ ডোজ (বুস্টার ডোজ) এর কার্যক্রম চলমান হয়েছে। অন্যান্য সকল ডোজের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ☑ জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্মনিবন্ধন এবং পাসপোর্ট এর মাধ্যমে সুরক্ষা সিস্টেমে নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান।
- ☑ ই- হজ্ব সিস্টেমের সাথে সুরক্ষা এর আন্ত:সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে, এর মাধ্যমে হজ্ব গমনেচ্ছুক ব্যক্তিদের টিকা সনদ যাচাই- বাছাই সহ টিকা সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সরাসরি ব্যবহার করা যাচ্ছে।
- ☑ ফরেনডিপ্লোমেটস, বিদেশগামী বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রী, বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মীদের এবং বিদেশি নাগরিকদের জন্য সুরক্ষা সিস্টেমের মাধ্যমে টিকা নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- ☑ নিবন্ধন প্রক্রিয়া গতিশীল করার লক্ষ্যে নিবন্ধন সহজীকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- ☑ সুরক্ষা সিস্টেমের নিরাপত্তা বৃদ্ধির কাজ এবং নাগরিক সেবা প্রদানকারী অন্যোন্য অধিদপ্তরের সহিত সুরক্ষার আন্তঃ সংযোগ চলমান রয়েছে।
- ☑ সুরক্ষা সিস্টেমের মাধ্যমে জন্ম নিবন্ধন ব্যবহার করে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল ৫ থেকে ১২ হতে তদুর্ধ্ব বয়সের ভ্যক্সিনেশন নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান সম্পন্ন হয়েছে।

ছবি: আলজাজিরা নিউজে বাংলাদেশের ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইন।

- ☑ জেলা পর্যায়ে নিবন্ধন সম্পর্কিত তথ্য সংশোধনের জন্য মডিউল তৈরী করা হয়েছে, এর মাধ্যমে নাগরিকদের তথ্য সংশোধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ☑ বাংলাদেশ হতে বিদেশগামী কর্মীদের টীকার তথ্য হালনাগাদ এবং সংশোধনের কার্যকর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর হতে চলমান রয়েছে।
- ☑ এ ছারাও জন্ম-নিবন্ধন, NTMC সহ সরকারি স্বাস্থ্য খাতে API এর মাধ্যমে আন্ত সংযোগে টীকার সনদ যাচাই-বাছাই সহ টিকা সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সরাসরি ব্যবহার করা যাচ্ছে।

বর্তমান পরিসংখ্যান

মোট নিবন্ধন ঃ প্রায় ১৩ কোটি প্রায় সম্পন্ন

প্রথম ডোজ গ্রহণকারী ঃ প্রায় ১১ কোটি সম্পন্ন

দ্বিতীয় ডোজ গ্রহণকারী ঃ প্রায় ৯ কোটি সম্পন্ন

বুস্টার ডোজ (booster) ডোজ গ্রহণকারী মোট ঃ প্রায় ৩ কোটি

বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মী, বিদেশগামী বাংলাদেশি ছাত্র/ছাত্রী এবং বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের নিবন্ধন এবং ভ্যাকসিনেশন পররাষ্ট্র মন্ত্রানালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সুরক্ষা সিস্টেম ব্যবহার চলমান রয়েছে।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" এর অর্জন ও পুরষ্কার

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২

ASOCIO Award 2023

১৪.২ ফ্রী-ল্যান্সিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের তরুণ তরুণীদের ৫০ টি উপজেলায় ২৫ জন করে মোট ১২৫০ জনকে গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত উক্ত দুটি বিষয় থেকে প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে ৬৫০০৳ আয় করেছে।

১. গ্রাফিক্স ডিজাইন : ৪৫০০৳

২. ডিজিটাল মার্কেটিং : ২০০০৳

২০২২-২৩ অর্থ বছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের উদ্যোগে ৫০ টি উপজেলায় ফ্রি-ল্যান্সিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের সচিত্র প্রতিবেদন

আইসিটি অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম "আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন"। আইসিটি অধিদপ্তরের প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রয়েছেন। ইতোমধ্যে আইসিটি অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে সকল উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের ই নথি/ ডিজিটাল নথি/ জাতীয় তথ্য বাতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবিলায় নিত্য নতুন স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে টেকনোলজিকাল স্কিল অর্জন ও তা ব্যবহারের মাধ্যমে সারা দেশে ২০৩১ সালের মধ্যে ৬৪ জেলায় ১০ লক্ষ জন দক্ষ ফ্রি-ল্যান্সার তৈরি করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ইতোমধ্যে ৮ টি বিচাগে ৩৫ টি জেলার ৫০ টি উপজেলায় ফ্রি-ল্যান্সিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে।

প্রশিক্ষণ মডেল

প্রশিক্ষণের জন্য সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ব্যবহার করা হয়েছে

উপজেলার তালিকা

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা
১	রংপুর	মিঠাপুকুর
২	রংপুর	তারাগঞ্জ
৩	কুষ্টিয়া	মিরপুর
৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আখাউড়া
৫	কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ
৬	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর
৭	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর
৮	মেহেরপুর	গাংনী
৯	মাদারীপুর	কালকিনি
১০	রংপুর	পীরগাছা
১১	চট্টগ্রাম	সাতকানিয়া
১২	জামালপুর	মাদারগঞ্জ
১৩	বরিশাল	বাবুগঞ্জ
১৪	নেত্রকোণা	কলমাকান্দা
১৫	হবিগঞ্জ	নবীগঞ্জ
১৬	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর
১৭	পিরোজপুর	ভান্ডারিয়া
১৮	মেহেরপুর	মুজিবনগর
১৯	বাগেরহাট	চিতলমারী
২০	বগুড়া	বগুড়া সদর
২১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ
২২	চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড
২৩	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর
২৪	রংপুর	পীরগঞ্জ
২৫	পটুয়াখালী	কলাপাড়া
২৬	সাতক্ষীরা	তালা
২৭	ঢাকা	দোহার
২৮	নরসিংদী	রায়পুরা
২৯	কুমিল্লা	দেবিদ্বার
৩০	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর
৩১	পাবনা	ঈশ্বরদী
৩২	শরীয়তপুর	জাজিরা
৩৩	বান্দরবান	লামা
৩৪	বরিশাল	মুলাদী
৩৫	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর
৩৬	নওগাঁ	সাপাহার
৩৭	ময়মনসিংহ	ভালুকা
৩৮	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর
৩৯	নাটোর	সিংড়া
৪০	সিরাজগঞ্জ	কামারখন্দ
৪১	নীলফামারী	নীলফামারী সদর
৪২	গোপালগঞ্জ	কোটালীপাড়া
৪৩	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর
৪৪	চট্টগ্রাম	হাটহাজারী
৪৫	গোপালগঞ্জ	টুঙ্গিপাড়া
৪৬	রংপুর	সদর
৪৭	কুড়িগ্রাম	ফুলবাড়ী
৪৮	নাটোর	নাটোর সদর
৪৯	পঞ্চগড়	সদর
৫০	গাইবান্ধা	সদর

বিভিন্ন উপজেলার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত স্থিরচিত্র

১। অধিদপ্তর এর স্টেক হোল্ডার কোডারসট্রাস্ট কর্তৃক প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান

বিভিন্ন উপজেলার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত স্থিরচিত্র

২। বিভিন্ন উপজেলায় ফ্রি-ল্যান্সার প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই পরীক্ষা গ্রহণ

বাবুগঞ্জ, বরিশাল

নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

৩। বিভিন্ন উপজেলায় প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

মুজিবনগর, মেহেরপুর

মুলাদী বরিশাল

লামা বান্দরবান

ফ্রি-ল্যান্সিং প্রশিক্ষণে সার্টিফিকেট বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান

কালকিনি, মাদারীপুর

করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

১৫ বিভিন্ন দিবসের খণ্ডচিত্র

০৭ ই মার্চ ২০২২ এর খণ্ডচিত্র

০৭ ই মার্চ ২০২২ এর খণ্ডচিত্র

১৫ ই আগস্ট ২০২২ এর খণ্ডচিত্র